

পোর্টল্যান্ডে সেনা মোতায়েন রুখে দিলেন বিচারক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে পোর্টল্যান্ডে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ওরেগনের একটি *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*



যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় ট্রাম্পের ছবি; বিতর্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২০২৬ সালে বাজারে আসতে যাওয়া এক ডলারের স্মারক মুদ্রায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি রাখার খসড়া প্রকাশ পেয়েছে। এই খসড়া নিয়ে ইতোমধ্যেই দেশে-বিদেশে শুরু *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly **Bangla Patrika**

বাংলা পত্রিকা

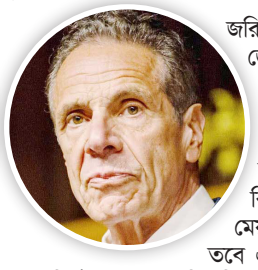
■ Vol. 30 ॥ Issue 02 / October 06, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ॥ সংখ্যা ০২ ॥ সোমবার, অক্টোবর ০৬, ২০২৫, আশ্বিন ২১, ১৪৩২ ॥ রবিউস সানি ১৩, ১৪৪৭

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন

কুওমো-মামদানীর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন আর মাত্র মাসখানেক বাকি। শেষ মুহূর্তে এসে বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ানোয় নির্বাচনের প্রতিদন্দ্বিতায় নতুন করে মেরুকরণ শুরু হয়েছে।

এরিক অ্যাডামসের সমর্থকদের ভোট কার পক্ষে যাবে সেটা নিয়ে শুরু হয়েছে হিসেব নিকাশ। এরিক অ্যাডামস সরে দাঁড়ানোর ঘোষণার পর সাবেক গভর্ণর অ্যান্ড্রু কুওমো'র নির্বাচনী তহবিলে ২ দিনে রেকর্ড ৪ লাখ ডলার অর্থ জমা পড়েছে। অন্যদিকে সর্বশেষ একাধিক জরিপে সোশ্যালিষ্ট ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জোহরান মামদানী জয়ের ব্যাপারে বেশ এগিয়ে রয়েছেন।

নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জোহরান মামদানী, স্বাধীন প্রার্থী সাবেক গভর্ণর অ্যান্ড্রু কুওমো ও রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়া বর্তমানে মেয়র প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন। তবে এরিক অ্যাডামসের সরে দাঁড়ানোর পর নির্বাচনে মূল প্রতিদন্দ্বিতায় রয়েছেন জোহরান মামদানী ও অ্যান্ড্রু কুওমো। ৪ নভেম্বরের মেয়রাল নির্বাচনে তাদের মধ্যেই তীব্র প্রতিদন্দ্বিতা হবে এমনটি আভাস *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সরকারি শাটডাউনে অনিশ্চয়তা!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সরকারি শাটডাউনে চলমান অচলাবস্থার সমাধান নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবার সিনেটে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রস্তাব ভেস্তে যাওয়ায় অচলাবস্থা আরও গভীর হয়েছে এবং অন্তত আগামী সপ্তাহ পর্যন্তও 'গভর্মেন্ট শাটডাউন' থাকার বিষয়টি এখন প্রায় নিশ্চিত।

সিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাউসে পাশ হওয়া রিপাবলিকান বিলটিকে চতুর্থবারের মতো সিনেটে ভোটে আনা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় ৬০ ভোটের সীমা ছুঁতে পারেনি। যদিও তিনজন ডেমোক্র্যাট রিপাবলিকানদের সঙ্গে দাঁড়ান, তবুও তা যথেষ্ট হয়নি। একইসঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

প্রবাস থেকেই অ্যাপে দিতে পারবেন ভোট

নিউইয়র্কে শুরু হলো এনআইডি-ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অবশেষে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বহুল প্রতিক্ষিত জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার নিবন্ধনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এতে করে প্রবাসে থেকেও জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার নিবন্ধন এবং এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট অ্যাপের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আর এজন্য কোন ফি প্রদান করতে হবেনা প্রবাসীদের। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এ সেবা প্রদান করবে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতবাস ও কনস্যুলেট কার্যালয়ে। এ কর্যক্রমে নিবন্ধন হতে জন্মনিবন্ধন ও দেশের নাগরিকত্ব প্রমাণে অধিক প্রমাণপত্র প্রদানের জটিলতা অনেকটাই কম রাখা হয়েছে। এতে সহজেই নিবন্ধন ও ভোট প্রদান করতে পারবেন প্রবাসীরা। শুক্রবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয়ে এনআইডি ও ভোটার নিবন্ধন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সিটির স্কুল বাস কমিশনের চেয়ার হলেন শামসুল হক



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বাস ব্যবস্থার উন্নয়নে গঠিত বিশেষ কমিশনের চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ ও এনওয়াইপিডির সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক। এডুকেশনাল পলিসি প্যানেলের চেয়ারম্যান গ্রেগ ফকলনার তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছেন।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও কো-ফাউন্ডার শামসুল *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিতে ট্রাম্পের আদেশ আপিল আদালতে স্থগিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অবৈধ অভিবাসী ও পর্যটকদের সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বন্ধে ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ আবারো আটকে দিলো ফেডারেল আপিল আদালত।

বস্টনের ফেডারেল আপিল আদালত শুক্রবার রায় দিয়েছে, দেশে অবৈধভাবে বা অস্থায়ী ভিসায় অবস্থানরত অভিভাবকদের সন্তানদের জন্মসুত্র নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা ট্রাম্প প্রশাসনের নেই। এর ফলে জন্মগত নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশকে ঘিরে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চলমান আইনি লড়াইয়ে এটি আরও একটি বড় ধাক্কা।

প্রথম সার্কিট কোর্ট অব আপিলসের তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, বাদীপক্ষের জেতার সম্ভাবনা প্রবল, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর নাগরিকত্ব ধারার অধীনে জন্মসূত্রে সন্তানরা নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী। আদালত নীচের আদালতের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে, যার ফলে মামলাগুলো চলমান থাকা অবস্থায় ট্রাম্পের আদেশ কার্যকর হতে পারছে না।

রায়ে বিচারপতিরা লিখেছেন, ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের সতর্ক করে দেয়– নাগরিকত্বকে বাবা-মায়ের অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল করা, যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়ার সহজ সত্যটিকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা সাংবিধানিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বন্টা, যিনি প্রায় *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

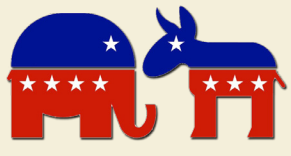
যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

গভর্মেন্ট শাটডাউন ও অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে
ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক লড়াই তীব্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি অচলাবস্থা (গভর্মেন্ট শাটডাউন) ও অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের তীব্র রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছে। অচলাবস্থা ঘিরে বার্তা যুদ্ধে আপাতত



২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

CORE MULTI SERVICES
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
■ TAX Liens Charge Offs ■ Inquiries ■ Collections
■ Garnishment ■ Bankruptcy ■ Late Payments
call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

বিদেশি শিক্ষার্থীরা মুখ ফেরাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, কমছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের চেয়ে এবছর কম বিদেশি ছাত্র ভর্তি হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় কমে তাদের মাথায় হাত পড়ছে।

নিউজ ডেস্ক: বিদেশি শিক্ষার্থীরা অনেকেই আর যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যেতে চাইছে না। উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে তারা যেন ভয়ই পাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের একের পর এক নীতি বদল, যুক্তরাষ্ট্রে বাস করা বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কারণে দেশটিকে এড়িয়ে গিয়ে অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিকল্প খুঁজে নিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের চেয়ে এবছর কম বিদেশি ছাত্র ভর্তি হতে দেখা গেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় কমে গিয়ে তাদের মাথায় হাত পড়ছে।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ডলার আয় হয় প্রচুর। বিদেশি শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে সুযোগসুবিধাও পেয়ে থাকে।

বিশেষ করে বিভিন্ন গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ বিদেশিদের সেদেশে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে বদলে গেছে এই চিত্র।

বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হু হু করে কমতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়েও। ফলে কমছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়।

শিকাগোর ডিপল ইউনিভার্সিটি ইতোমধ্যেই ব্যয় কাটছাঁট করার ঘোষণা দিয়েছে। এবছর বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আগের চেয়ে ৩০ শতাংশ কম বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

গত বছরে ডিপলে মোট ২১ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল; এর মধ্যে ২,৫০০ জন ছিল বিদেশি।

শিকাগোর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার গত বছরের তুলনায় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫৫ জন কম। প্রথম বর্ষের আন্তর্জাতিক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি কমেছে। এ হার প্রায় ৬২ শতাংশ।

ভিসা পেতে সমস্যার কারণে এবছর শিক্ষার্থী ভর্তিতে ধস নেমেছে। অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি পরিবর্তনের ফলে দেশটিতে পড়াশুনার আগ্রহ হারিয়েছে।

ডিপল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বিদেশিদের ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে। অনেকের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নতুন ভিসার আবেদন মঞ্জুর হতেও সময় লাগছে বেশি।

তাছাড়া, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক *২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দীর্ঘ শাটডাউন কোনটি

নিউজ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নতুন অর্থবছর শুরু হয় ১ অক্টোবর, বুধবার রাত ১২টায়। এর আগে ফেডারেল সংস্থাগুলো চালাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের শেষ সময় ছিল মঙ্গলবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিট, কিন্তু এ সময়সীমা বাড়ানোর পক্ষে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে যথেষ্ট পরিমাণ ভোট না পড়ায় ফেডারেল সরকারে শাটডাউন শুরু হয় বুধবার থেকে।

অর্থায়নের ৫৫-৪৫ বিলটি পাসে দরকার ছিল আরও ৬০টি ভোট, কিন্তু তা না হওয়ায় দৃশ্যত অচল হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার।

রয়টার্স জানায়, বিলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া ডেমোক্র্যাটদের ভাষ্য, যেকোনো ব্যয়ের বিলে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের আওতায় ভর্তুকির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। চলতি বছরের শেষের দিকে এ ভর্তুকি শেষ হতে চলেছে। বিষয়টি ঠিক করার আগে ২৪ মিলিয়ন বা দুই কোটি ৪০ লাখ অ্যামেরিকানের স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাড়বে ব্যাপকভাবে।

রিপাবলিকানরা জানান, তারা ভর্তুকির বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে চান, তবে অর্থায়নের বিলের বাইরে রাখতে চান বিষয়টিকে।

তাদের অভিযোগ, ভোটারদের তুষ্ট করতে ডেমোক্র্যাটরা বাজেটকে জিম্মি করতে চাইছেন।

এমন বাস্তবতায় বুধবার সরকারকে ২১ নভেম্বর নাগাদ অর্থায়নের জন্য রিপাবলিকানদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সিনেট। এ ছাড়া বাড়তি স্বাস্থ্য সুবিধা যুক্ত করে ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান হয় ভোটাভুটিতে।

সবচেয়ে দীর্ঘ শাটডাউন

সর্বশেষ বুধবার থেকে শুরু হওয়া শাটডাউনটি ১৯৮১ সালের পর ১৫তম। এর আগে অ্যামেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ শাটডাউন হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বিবাদের জেরে হওয়া শাটডাউন শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে। ৩৫ দিনের এ অচলাবস্থা শেষ হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে। সে সময় সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের জন্য কংগ্রেসের কাছে পাঁচ দশমিক সাত বিলিয়ন তথা ৫৭০ কোটি ডলার চেয়েছিলেন ট্রাম্প, কিন্তু দাবিকৃত সে অর্থ আদায় করতে পারেননি তিনি।

এমন বাস্তবতায় ফেডারেল সরকারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দপ্তর সচল করতে সম্মত হন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট। তার এ বিস্ময়কর পিছু হটা রাজনৈতিক জয় এনে দেয় ডেমোক্র্যাটদের।

যদিও তিন দিন আগে ট্রাম্প বলছিলেন, 'আমরা নতি স্বীকার করব না।'

বিভিন্ন জনমত জরিপ অনুযায়ী, ওই সময়ের অচলাবস্থার জন্য প্রেসিডেন্টকে দায়ী করেন বেশির ভাগ আমেরিকান।



হোম কেয়ার সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?



Bestcare
Home care, your care.

আমরা বাংলায় কথা বলি

PPL & NYS
DEPARTMENT OF HEALTH
অনুমোদিত
CDPAP - FACILITATOR

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

আজই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 West 36th Street Suite 400 New York, NY 10018	1781 Flatbush Avenue 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে

‘শ্রী চিন্ময়ের বিশ্ব শান্তি’ শীর্ষক শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ১০-১৯ অক্টোবর

নিউইয়র্ক: শ্রী চিন্ময় (১৯৩১-২০০৭) ছিলেন জাতিসংঘে পিস মেডিটেশনের প্রবক্তা এবং একাধারে শিল্পী, আধ্যাত্মিক দার্শনিক, কবি ও ক্রীড়াবিদ, যিনি শান্তির প্রতি তাঁর আজীবন প্রতিশ্রুতির জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। একটি ছবি কি শান্তির অনুপ্রেরণা হতে পারে? যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারলেও, শ্রী চিন্ময়ের শিল্পকর্ম ও তাঁর সঙ্গে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই অশান্ত সময়ে এনে দেয় কিছুটা সঙ্গতি ও অন্তর্মুখী ভাবনার মুহূর্ত। শ্রী চিন্ময় লিখেছিলেন: ‘শান্তি মানে যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়। শান্তি মানে সঙ্গতি, ভালবাসা, ঐক্য ও তৃপ্তির উপস্থিতি’।

তাঁর শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ‘শ্রী চিন্ময়ের বিশ্ব শান্তি’ ১০-১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে এবং সন্ধ্যা ৬:৪৫ থেকে একাডেমির নিচতলার অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সান্ধ্য অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে থাকছে শ্রী চিন্ময়ের উজ্জ্বল বিমূর্ত শিল্পকর্ম এবং রঙিন পাখির নকশা, যেগুলোর বহু অংশ শান্তিকে কেন্দ্র করে নির্মিত- যেমন ‘শান্তি অমূল্য’ ও ‘বিশ্ব ঐক্য’ সিরিজ।

শ্রী চিন্ময়ের শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে- জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক ও জেনেভাতে (বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায়), প্যারিসের কারুজেল দ্য লুভর, লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট, ক্যানবেরার পার্লামেন্ট হাউস এবং জাপানের পিস ওসাকা হলে। তাঁর শিল্পকর্মের প্রশংসা করেছেন মাদার তেরেসা, ইউনেস্কো কর্মকর্তা ফেদেরিকো মায়োর এবং ম্যানহাটন আর্টস ম্যাগাজিনের সম্পাদক রেনে ফিলিপস। তিনি ‘আন্তর্জাতিক পিস রান’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৭০টি দেশে ভ্রমণ করেছে এবং নেলসন ম্যান্ডেলা, মিখাইল গর্ভাচেভ ও রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সমর্থন অর্জন করেছে।

অনুষ্ঠানে চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি সান্ধ্যর অনুষ্ঠান প্রতিদিন ৬:৪৫ থেকে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রী চিন্ময়ের দর্শন নিয়ে বক্তৃতা, তাঁর জীবন নিয়ে তথ্যচিত্র, শ্রী চিন্ময়ের সংগীত, কবিতা এবং গাইডেড মেডিটেশনের বিশেষ আয়োজন থাকবে উক্ত প্রদর্শনীতে। সেইসাথে শনিবার, ১৮ অক্টোবর, দুপুর ১২টা-বিকেল ৪টায় শিশু ও পরিবারদের জন্য ‘কমিউনিটি ব্যানার’ শিরোনামে ১৮ ফুট শান্তি ব্যানার আঁকা হবে, চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন এলাকায় শ্রী চিন্ময় পিস রান অনুষ্ঠিত হবে এবং সন্ধ্যা ৬:৪৫ এ পিস রান টর্চ-বেয়ারার অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান হবে।

সকল শান্তিপ্রেমী, শিল্পপ্রেমী, পরিবার ও সাধারণ মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে উপস্থিত হতে, কমিউনিটি ব্যানার ও পিস রান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ ইমেইল: shantishri@4color.net -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ৮ নভেম্বর

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা আগামী ৮ নভেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হবে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। সভায় কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সরকার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, দপ্তর সম্পাদক মাহাথির ফারুকী, কার্যকরী সদস্য রওশন হক, আবিদুর রহিম ও মোস্তাফিজুর রহমান। অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন এসএম জাহিদুর রহমান।

সভায় ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভার সময় নির্ধারণ ছাড়াও নির্বাচন কমিশন গঠন, আজীবন ও সাধারণ সদস্য বৃদ্ধি, সদস্যদের মৃত্যু অনুদান, কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা সংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্লাবের আগের গঠনতন্ত্রে ফিরে যাওয়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুকে প্রধান করে এবং উপদেষ্টা এবিএম সালেহ উদ্দীন ও সদস্য চৌধুরী এম আলী কাজলকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এছাড়াও সভায় ১০জন সদস্য এবং ২জন সহযোগি সদস্য হিসেবে অনুমোদন প্রদান করা হয়। যে সকল সদস্য আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করবেন তারাই সাধারণ সভা ও নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যকরী কমিটি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

The Weekly Bangla Patrika
Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

ফ্লোটিলা ও মানবতা

ইসরায়েলি আক্রমণের মুখে পড়েছে ফ্লোটিলা। গাজা অভিমুখে ত্রাণবাহী নৌবহর 'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা' গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। এই বহরে থাকা সব নৌযান থেকেই অধিকারকর্মীদের আটক করেছে ইসরায়েল। এদের মধ্যে সুইডিশ অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও রয়েছেন।

গাজাবাসী রয়েছে বিপদে। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ে রয়েছে অপ্রতুলতা। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই ভূমিটিতে মানবিক সাহায্যের আজ বড় প্রয়োজন। হামাস ও ইসরায়েল সরকারের মধ্যে চলা যুদ্ধের শিকার হয়েছে গাজাবাসী। দুই বছর ধরে এখানে চলছে ইসরায়েলি নৃশংসতা। দুই বছরে এই উপত্যকাবাসীর মধ্যে ৬৬ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরায়েলি অবরোধের কারণে গাজায় দেখা দিয়েছে তীব্র খাদ্যসংকট। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গাজার বাসিন্দারা প্রতিদিন প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ২৬ শতাংশ খাদ্য পাচ্ছে। ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজাবাসীর কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে চাইছিল ফ্লোটিলা। ফ্লোটিলার নৌযানগুলো স্পেনের একটি সমুদ্রবন্দর থেকে গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ৩১ আগস্ট। ভূমধ্যসাগরে গাজা উপকূল থেকে ১২৯ কিলোমিটার দূরে ফ্লোটিলা প্রথম ইসরায়েলিদের বাধার সামনে পড়ে। নৌযানগুলোর যাত্রাপথ পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই ইসরায়েলি নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে ইসরায়েলি নৌসেনারা ফ্লোটিলা বহরের নৌযানে ঢুকতে শুরু করে এবং নৌযানগুলোর যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। এই অহিংস যাত্রাকে বাধা দিয়ে নৌযানগুলোয় থাকা সবাইকে আটক করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্রাণবাহী নৌবহর আটকে দেওয়ার মাধ্যমে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় অহিংস মানবিক কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট কোনো নৌযানে হামলা অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইসরায়েল তা মানছে না। বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হয়েছে ইতালি ও ফ্রান্সে। কিন্তু ইসরায়েল যাদের মদদে যা ইচ্ছে তা-ই করে যাচ্ছে, তাদের দিক থেকে টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের এই নীরবতা ইসরায়েলের অমানবিক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এমনকি ইউরোপের শক্তিমান নেতারাও মুখ বন্ধ করে আছেন। এ তালিকায় রয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই শীর্ষ নেতা উরসুলা ফন ডার লেন ও আন্তোনিও কস্তা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান কাজা কাল্লাস।

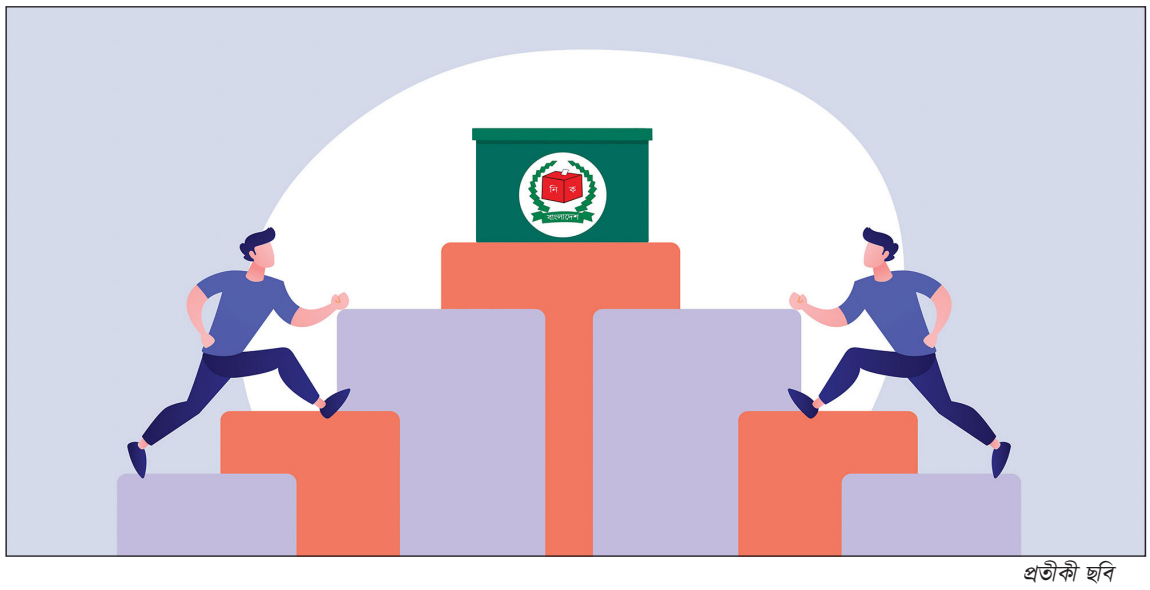
ত্রাণ বহনকারী ফ্লোটিলা বহর আটকে দেওয়ার মাধ্যমে ইসরায়েল প্রমাণ করেছে, ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে তাদের নির্মমতা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে। ইসরায়েলের হামলা ও অবরোধের কারণে গাজা উপত্যকার অধিবাসীরা চরম মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিশ্বব্যাপী নিন্দা ও ক্ষোভকে আমলেই নিচ্ছে না ইসরায়েল। বরং উপত্যকাবাসীর জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছে তারা। ইসরায়েলকে মদদদানকারী পৃথিবীর পরাশক্তিসম্পন্ন দেশগুলোর নীরবতা, আরব দেশগুলোর মৌখিক আশ্বাস বনাম সত্যিকার সমর্থন বিষয়ে রহস্যময়তা ইত্যাদি কারণে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গটি বারবার শুধু রক্তাক্ত নাটকের অংশ হয়ে যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে সংকটটি বুঝে সমঝোতার দিকে কেন নেওয়া যাচ্ছে না, সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

ইসরায়েলের এই অমানবিক অবস্থান থেকে গাজাবাসীকে রক্ষা করতে বিশ্বজনমত এগিয়ে আসুক, এই আমাদের চাওয়া।

সফলতার ২৮ বছর
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

সংশয় কেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না!

অরুণ কর্মকার



প্রতীকী ছবি

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে কি সন্দেহ-সংশয় আছে? আপাতদৃষ্টিতে নেই। নির্বাচন ওই সময়েই হবে–সাধারণভাবে এমনটাই ধারণা করা যায়। সরকারের ঘোষণা ও নানা সময়ের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি–এসবই এই ধারণার ভিত্তি। তারপরও কি কোথাও কোনো সংশয় নেই! আছে। বৃহত্তর জনপরিসরে তো আছেই, এমনকি রাজনৈতিক মহলও পুরোপুরি নিঃসংশয় নয়। যে কারণে কোনো ফাঁকফোকর দেখলেই তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই যেমন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক সাক্ষাৎকারে কথার পিঠে কথা প্রসঙ্গে সরকারের মেয়াদ প্রসঙ্গে বললেন, 'দেশে এমন মানুষও আছেন যাঁরা বলছেন পাঁচ বছর থাকুন, ১০ বছর থাকুন, ৫০ বছর থাকুন।' সেই কথা ধরেই বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বললেন, বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন নিয়ে একটি শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) আসলে কী বলতে চাইছেন, সেটিই এখন প্রশ্ন। তিনি এই কথা বলে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা খুব দক্ষ ও সূক্ষ্ম ছিদ্রান্বেষীও। তাঁরা প্রথমত রাজনীতিকদের ও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য-বিবৃতি অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং প্রধান উপদেষ্টার মতো সরকারের শীর্ষ ব্যক্তি যদি বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, সেটাকে তাঁরা ওই সময় নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চিত নির্দেশনা বলে মনে করেন না। কারণ, ওই কথার মধ্যে এই ইঙ্গিতও সুপ্ত থাকে যে যথেষ্ট প্রস্তুতি না হলে ওই সময় নির্বাচন না-ও হতে পারে। জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথাই বলেছিলেন। সে কথা ছিদ্রান্বেষীদের ব্যাখ্যার ভিন্ন অর্থও বোঝাতে পারে। কিন্তু এসবের পেছনে মোদ্দা কথা হলো সংশয়। সংশয় এমন একটি বিষয়, যা নিরেট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া দূর করা যায় না।

এই যে ব্যাপক বিস্তৃত সংশয়, এর গূঢ় কারণ কী? কারণ বোধ হয় আওয়ামী লীগ। আসলে বলা ভালো আওয়ামী লীগের জুজু। কারণ, আওয়ামী লীগ তো কার্যত নেই। অথচ সর্বত্র শঙ্কা–আওয়ামী লীগ যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন ভন্ডুল করে দিতে পারে ইত্যাদি। আওয়ামী লীগকে তাড়িয়েও এই যে ভয়, তার কারণ বোধ হয় আওয়ামী লীগকে তাড়িয়ে আমরা যা করতে চেয়েছিলাম, নতুন বন্দোবস্ত, দায় ও দরদের সমাজ, জনগণের ক্ষমতায়ন–এসবের ধারেকাছেও আমরা যেতে পারিনি। বরং প্রায় সব কর্মে পুরোনোরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে, হচ্ছে। ফলে আওয়ামী লীগ ফিরে আসার ফাঁকও রয়ে গেছে। প্রধান উপদেষ্টা পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট করেই বলেছেন, '...তবে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে বাইরের কিছু শক্তি তাঁকে (শেখ হাসিনাকে যার বিস্তৃত অর্থ আওয়ামী লীগকে) বাংলাদেশে ফিরে আসতে সহায়তা করবে। আমরা সব সময় এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন।' ব্যবস্থার পরিবর্তন না করতে পারলে এই জুজুর ভয় থেকে আমাদের রক্ষা হবে কীভাবে! কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে কিংবা আদালতের রায়ে দল নিষিদ্ধ করে কি এই ভয় থেকে প্রকৃতই মুক্তি পাওয়া যাবে?

> ...নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ওঠা কতিপয় বাস্তব অভিযোগ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সরকারি হস্তক্ষেপের প্রকাশ্য অভিযোগ ও তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৫ জন হাই প্রোফাইল প্রার্থীর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এই সংশয় যথেষ্ট বাস্তব হয়ে উঠেছে...

নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে যেমন এসব সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, তেমনি নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে, সে বিষয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ওঠা কতিপয় বাস্তব অভিযোগ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সরকারি হস্তক্ষেপের প্রকাশ্য অভিযোগ ও তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৫ জন হাই প্রোফাইল প্রার্থীর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এই সংশয় যথেষ্ট বাস্তব হয়ে উঠেছে। ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার নীলক্ষেতে ছাপার বিষয়টি গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ছাত্রসংগঠনগুলো এখন ভোটার তালিকা দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে যে প্রকৃতপক্ষে কত শতাংশ ভোট পড়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়ে এখনো চুপচাপ। এ নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভও করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে অনেকেই এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে যতই বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টিকারী হবে বলে বলা হোক না কেন, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান কঠিন হবে। অবশ্য বলা হতে পারে যে নির্বাচন অনুষ্ঠান তো সরকারের দায়িত্ব নয়, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কিন্তু একাধিক নির্বাচন কমিশনারও ইতিমধ্যে একাধিকবার বলেছেন যে আগামী নির্বাচন আয়োজন ও অনুষ্ঠান করা হবে এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ আরও কিছু আছে। জামায়াতসহ সমমনা কয়েকটি দলের পাঁচ দফা দাবিভিত্তিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি; ওই সনদের ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠান; সংসদের উভয় কক্ষে সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতির নির্বাচন এবং জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলীয় জোটের রাজনীতি নিষিদ্ধ করাসহ এই পাঁচ দফা দাবিতে তারা শেষ পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখবে বলে ঘোষণা করেছে। জামায়াতের হিসাব অনুযায়ী দেশের ৭১ শতাংশ মানুষ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে। হয়তো তারা এ বিষয়ে কোনো জরিপ করেছে। যার ভিত্তিতে শতাংশ উল্লেখ করে বলতে পারছে। ১৫ অক্টোবর চূড়ান্ত জুলাই সনদ পাওয়া যাবে বলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ঘোষণা করেছে। সেই সনদ যে যথেষ্ট কাটাছেঁড়া করে আপসরফার একটি সনদ হতে যাচ্ছে, তা এখন স্পষ্ট। কাজেই সেই সনদ কীভাবে সবাই গ্রহণ করেন, সেটাও এখন পর্যন্ত দেখার বিষয় হয়েই আছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রধান দাবি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ নির্বাচন। শুরুতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রথমে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবিই দলটি তুলেছিল। পরে সেখান থেকে কিছুটা অবস্থান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণপরিষদ নির্বাচন একসঙ্গে করা হলেও মেনে নেবে বলে ঘোষণা করেছে। তবে এনসিপি কোনোভাবেই গণপরিষদ নির্বাচন এবং নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি থেকে সরে যায়নি। এ ছাড়া এখন তাদের একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচনী প্রতীক। নির্বাচন কমিশন তাদের কাঙ্ক্ষিত শাপলা যে বরাদ্দ করবে না, তা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে এবং অন্য কোনো প্রতীক বাছাই করে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু এনসিপি এখনো শাপলা প্রতীক পাওয়ার বিষয়ে অনড় অবস্থানে আছে। এ জন্য নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করার কথাও দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। উল্লিখিত যেকোনো একটি বা একাধিক উপাদান নির্বাচন হতে না দেওয়া কিংবা নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বাধ্য করা অথবা নির্বাচন আয়োজনে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট নয় কি! তারপরও আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে, যার মাধ্যমে দেশে অবাধ গণতন্ত্রের পথযাত্রা শুরু হবে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান



দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর কোনো গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে দেওয়া দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারে আগামী নির্বাচনে দলের কৌশল, আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও তাদের নেতা-কর্মীদের বিচার, বাংলাদেশের নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতিসহ সমসাময়িক নানা বিষয়ে বিএনপির অবস্থান তুলে ধরেছেন তারেক রহমান।

বিবিসি বাংলা: তারেক রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিবিসি বাংলার সাথে যোগ দেবার জন্য।

তারেক রহমান: আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ, আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

বিবিসি বাংলা: আপনি কেমন আছেন? আপনার সময় কেমন যাচ্ছে?

তারেক রহমান: আলহামদুলিল্লাহ, আমি শারীরিকভাবে ভালো আছি। সময় তো স্বাভাবিকভাবে ব্যস্তই যাচ্ছে। ফিজিক্যালি হয়তো আমি এই দেশে আছি, বাট মন-মানসিকতা সবকিছু মিলিয়ে তো আমি গত ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশেই রয়ে গিয়েছি।

বিবিসি বাংলা: আমরা এমন একটা সময় আপনার সাথে কথা বলছি, যখন বাংলাদেশ ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল বলা হবে না। ২০২৪ সালে একটি ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনের অবসান হয়েছে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ একটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আপনি আপনার অনেক দলীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, কথা বলেছেন, নিয়মিতই কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু গণমাধ্যমের সাথে আপনি এই দীর্ঘ সময় কথা বলেননি। এত দিন ধরে আপনি কথা বলেননি কেন?

তারেক রহমান: ব্যাপারটা বোধ হয় এ রকম না, ব্যাপারটা বোধয় একটু ভিন্ন। আসলে আমি কথা ঠিকই বলেছি। আমি দীর্ঘ ১৭ বছর এখানে আছি এই দেশে, প্রবাস জীবনে, তবে আমার ওপরে যখন দলের দায়িত্ব এসে পড়েছে; তারপর থেকে আমি গ্রামেগঞ্জে আমার নেতা-কর্মীসহ তাদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণ মানুষ যখন যেভাবে অংশগ্রহণ করেছে, আমি সকলের সাথে কথা বলেছি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বিগত স্বৈরাচার সরকারের সময় কোর্ট থেকে রীতিমতন একটা আদেশ দিয়ে আমার কথা বলার অধিকারকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি যদি গণমাধ্যমে কিছু বলতে চাইতাম, হয়তো গণমাধ্যমের ইচ্ছা ছিল ছাপানোর, গণমাধ্যম সেটি ছাপাতে পারত না।

আমি একবার প্রেসক্লাবে কথা বলেছিলাম। তখন পরের দিন দেখলাম যে প্রেসক্লাবে একটি তখনকার যেই প্রেসক্লাবের যারা সদস্য ছিলেন বা কমিটি ছিল, তারা একটি মিটিং ডেকে একটি সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা তখন আমাকে আইনের দৃষ্টিতে ফেরারি বলা হয়েছিল যে, সে রকম কোনো ব্যক্তিকে তারা প্রেসক্লাবে কথা বলতে দিবে না। এভাবে তারা চেষ্টা করেছিল আমার কথা বন্ধ করে রাখতে।

আমি কথা বলেছি, সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন পন্থায় আমি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি, আমি ইনশা আল্লাহ পৌঁছেছি মানুষের কাছে। কাজেই গণমাধ্যমে যে কথা বলিনি তা না। আমি কথা বলেছি হয়তো আপনারা তখন কথা নিতে পারেননি অথবা শুনতে পারেননি। ইচ্ছা থাকলেও ছাপাতে পারেননি হয়তো প্রচার করতে পারেননি। কিন্তু আমি বলেছি আমি থেমে থাকিনি।

দেশে ফেরার প্রশ্নে যা বললেন?

বিবিসি বাংলা: আমি অবশ্য সাক্ষাৎকারের কথা বলছিলাম যে প্রশ্নোত্তরের বিষয়টি মানে বিশেষ করে গত এক বছরে। বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পেরিয়ে গেছে এবং অনেকের ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আপনি দেশে এসে সশরীরে দলের নেতৃত্ব দেবেন। গত এক বছরে যে প্রশ্নটা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে এবং এখনো আসছে যে আপনি এখনো দেশে ফেরেননি কেন। কেন আপনি এখনো দেশে ফেরেননি?

তারেক রহমান: কিছু সংগত কারণে হয়তো ফেরাটা হয়ে ওঠেনি এখনো। তবে সময় তো চলে এসেছে মনে হয়। ইনশা আল্লাহ দ্রুতই ফিরে আসব।

বিবিসি বাংলা: সেটা কবে, আমরা কি জানতে পারি?

তারেক রহমান: দ্রুতই মনে হয়। দ্রুতই ইনশা আল্লাহ।

বিবিসি বাংলা: নির্বাচনের আগে কি তাহলে আপনি দেশে আসবেন, এমন সম্ভাবনা বলা যায়?

তারেক রহমান: রাজনীতি যখন করি, আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে স্বাভাবিক, নির্বাচনের সাথে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কর্মীর একটি ওতপ্রত সম্পর্ক। কাজেই যেখানে একটি প্রত্যাশিত, জনগণের প্রত্যাশিত নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনের সময় কেমন করে দূরে থাকব? আমি তো আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে, ইচ্ছা থাকবে, আগ্রহ থাকবে সেই প্রত্যাশিত যে প্রত্যাশিত নির্বাচন জনগণ চাইছে। সেই প্রত্যাশিত নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হবে, জনগণের সাথে জনগণের মাঝেই থাকব ইনশা আল্লাহ।

বিবিসি বাংলা: একটা বিষয়, যেটা আপনার দল থেকে, মাঝে দলের নেতাদের কেউ কেউ কখনো কখনো বলেছেন যে একটা নিরাপত্তার শঙ্কার কথা বলেছেন। আপনি না আসার পেছনে, আপনি কি কোনো ধরনের শঙ্কা বোধ করেছেন এর মধ্যে?

তারেক রহমান: বিভিন্ন রকম শঙ্কার কথা তো আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তো শুনেছি। সরকারেরও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও তো অনেক সময় অনেক শঙ্কার কথা বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে।

'কোনো ব্যক্তি নয়, মাস্টারমাইন্ড গণতন্ত্রকামী জনগণ'

বিবিসি বাংলা: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে আসি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আপনার ভূমিকা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। এটি মোটামুটি সব পক্ষই স্বীকার করেও যে সেই সময়ে আপনার একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আবার আপনার দলের কোনো কোনো নেতা বা সমর্থক তারা এই অভ্যুত্থানে আপনাকে 'একমাত্র মাস্টারমাইন্ড' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আপনি কি নিজেকে এই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড হিসেবে দেখেন?

তারেক রহমান: না। আমি অবশ্যই এই জুলাই আন্দোলনে আমাকে আমি কখনোই মাস্টারমাইন্ড হিসেবে দেখি না। এই যে ৫ই অগাস্ট যেই আন্দোলন, জুলাই আন্দোলন বলে যেটি বিখ্যাত বা যেটি সকলের কাছে গৃহীত, এই আন্দোলনটি সফল হয়েছে জুলাই মাসে। কিন্তু এই আন্দোলনটি প্রেক্ষাপট শুরু হয়েছে কিন্তু বহু বছর আগে থেকে।

এই আন্দোলনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীরা, সেটি বিএনপি হোক বা অন্য রাজনৈতিক দলগুলো হোক, যারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছে। বিভিন্নভাবে তাদের নেতা-কর্মীরা নির্যাতিত হয়েছে।

আমি মনে করি, জুলাই-আগস্ট মাসে এসে জনগণ সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু কী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই সেদিন ছিল মাঠে? অবশ্যই নয়।

আমরা দেখেছি, সেদিন মাদ্রাসার ছাত্ররা তাঁরা ছিলেন এই আন্দোলনের মাঠে। আমরা দেখেছি গৃহিণীরা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসেছেন সন্তানের পেছনে। আমরা দেখেছি, কৃষক, শ্রমিক, সিএনজিচালক, ছোট দোকান কর্মচারী বা দোকানমালিক থেকে আরম্ভ করে গার্মেন্টস কর্মী–তাঁরা নেমে এসেছিলেন। আমরা দেখেছিলাম, সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নেমে এসেছিলেন এই আন্দোলনে।

এমন অনেক সাংবাদিক, যাঁরা স্বৈরাচারের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়ে দেশ থেকে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এই আন্দোলনে। কাজেই কারও ভূমিকাকে আমরা ছোট করে দেখতে চাই, না খাটো করে দেখতে চাই না।

আমি বিশ্বাস করি, দৃঢ়ভাবে সমাজের দলমত-নির্বিশেষে শ্রেণিবিন্যাস নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের অবদান আছে।

এই আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলন, যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁরাই এই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড। কোনো দল, কোনো ব্যক্তি নয়, এই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ।

বিবিসি বাংলা: যখন আন্দোলনটা চলছিল, তখন আন্দোলনে যে ছাত্রনেতৃত্ব ছিল, তাদের সাথে আপনার কতটা যোগাযোগ ছিল? আপনার দলের সাথে তো নিশ্চয়ই যোগাযোগ ছিল, অন্যদের সাথে আপনাদের আপনার কতটা যোগাযোগ ছিল?

তারেক রহমান: স্বাভাবিকভাবে আমি যেহেতু বাইরে থেকে কাজ করছি, আমাকে যোগাযোগটা অনলাইনের মাধ্যমে রাখতে হয়েছে এবং সেই দিনগুলোতে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে টেলিফোন সিস্টেম বা অনলাইন সিস্টেমের কী অবস্থা করেছিল স্বৈরাচার।

আপনি যোগাযোগের যেটি কথা বলেছেন, এই যোগাযোগটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিভিন্নভাবে আমাদেরকে করতে হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে করতে হয়েছে। যোগাযোগটা যে খুব সুখ সব সময় থেকেছে, তা নয়। প্রত্যেকে সহযোগিতা করেছি আমরা।

বিবিসি বাংলা: ছাত্র-জনতার যে অভ্যুত্থান, সেটির পরে এটার কৃতিত্ব কার সেটা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষ দাবি করেছে, তাতে কি আপনার মনে হয় যে এর ফলে বিভিন্ন পক্ষের যে সংকীর্ণ স্বার্থ পূরণের চেষ্টা, সেটাই একটু বেশি প্রকট হয়েছে এবং এখানে বিএনপির আসলে কোনো দায় আছে কি না?

তারেক রহমান: দেখুন ব্যাপারটা আমরা যদি একটু অন্যভাবে দেখি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এই আন্দোলন, মানুষের এই আত্মত্যাগ সাধারণত কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে বা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শিশু হত্যা হয় না, শিশু শহীদ হয় না, শিশু মৃত্যুবরণ করে না। বাট আমরা দেখেছি এই আন্দোলনে স্বৈরাচারের এই আন্দোলনে যতটুকু আমার মনে আছে, প্রায় ৬৩ জন শিশু শহীদ হয়েছে, মারা গিয়েছে।

আমি আগেই বলেছি, আপনার আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে এই আন্দোলনের ক্রেডিট দলমত-নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণের, কোনো একটি রাজনৈতিক দলের নয়।

অনেকে হয়তো অনেক কিছু বলে থাকতে পারেন, ডিমান্ড করতে পারেন, সেটি তাঁদের অবস্থান।

আমি বা আমার দলের অবস্থান হচ্ছে, আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, আন্দোলনের জনগণ সফলতা লাভ করেছেন। আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই দুটো পক্ষ আছে। একটি পক্ষ হচ্ছে মানুষ শহীদ হয়েছে। ২০০০-এর মতো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে আন্দোলনে। আবার আরেকটি পক্ষ হচ্ছে প্রায় ৩০ হাজারের মতন মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন অন্ধ হয়ে গিয়েছেন।

আমার মনে হয়, আমাদের উচিত হবে, এখন আমাদের সকলের উচিত হবে রাষ্ট্রসহ সরকারসহ রাজনৈতিক দলগুলোর যার যতটুকু সম্ভব, সেই পরিবারগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। যতটুকু সহযোগিতা তাদেরকে করা যায়, যতটুকু সম্ভব তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের এই আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানানো।

নির্বাচন এককভাবে নাকি দলগতভাবে

বিবিসি বাংলা: অন্তর্বর্তী সরকারের শুরু থেকেই দেখা গেছে যে বিএনপির পক্ষ থেকে দ্রুত নির্বাচন দাবি করা হয়েছে। সরকার গড়িমসি করছে এ ধরনের অভিযোগও বিএনপির নেতারা করে আসছেন। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং নির্বাচন কমিশন তারা ফেব্রুয়ারিতে একটা নির্বাচনের সময় দিয়েছেন। তো ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে–আপনাদের আস্থা কতটা আছে তাতে?

তারেক রহমান: বিএনপি প্রথম থেকেই বলে আসছিল যে যত দ্রুত নির্বাচনটি হবে, তত দ্রুত দেশের মধ্যে একটি স্থিতিশীলতা আসবে। দেখুন বাংলাদেশের মানুষ গত ১৭ বছর যাবৎ তাদের রাজনৈতিক অধিকার যেমন তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল।

যার ফলশ্রুতিতে আমরা সমাজে অনেকগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে স্পিলওভার ইফেক্ট বলতে যা বোঝায় অনেকগুলো খারাপ লক্ষণ দেখেছি। বেকার সমস্যা বেড়েছে, দরিদ্রতা বেড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসাব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কৃষিব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়েছে।

আমরা সে জন্যই বলেছিলাম যে যত দ্রুত নির্বাচন হবে, যত দ্রুত দেশের মালিক যারা অর্থাৎ জনগণ তাদের কাছে যখন সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তারা যখন সিদ্ধান্ত নেবে, অর্থাৎ দেশের মালিক যখন সিদ্ধান্ত নিবে দেশ কারা কীভাবে পরিচালিত করবে, তত দ্রুত দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

কারণ, প্রকৃতভাবে নির্বাচিত একটি সরকার অবশ্যই জনগণের যে চাওয়া অর্থাৎ, জনগণ যেভাবে চায় সেই বিষয়গুলোকে তারা অ্যাড্রেস করবে। ইয়েস, একটি নির্বাচন হলেই যে সব রাতারাতি সব ঠিক হয়ে যাবে তা না। সমস্যাগুলোকে যখন আপনি অ্যাড্রেস করবেন খুব স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে সমস্যা কমতে শুরু করবে।

আমরা আনন্দিত যে দেরিতে হলেও সরকার জিনিসটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আমরা ডিসেম্বরের ভিতরে চেয়েছিলাম। উনারা ফেব্রুয়ারির ভিতরে এখন নির্বাচনটি করতে চাইছেন। আমরা আস্থা রাখতে চাই যে সরকার সে ব্যাপারে সব রকম উদ্যোগ পর্যায়ক্রমিকভাবে গ্রহণ করবেন।

বিবিসি বাংলা: এখন যেহেতু আপনারা বলছেন যে আপনারা আস্থা রাখতে চান, সেখানে নির্বাচন নিয়ে আপনার পরিকল্পনাটা কি? এককভাবে বিএনপি নির্বাচন করবে মানে দলগতভাবে নাকি জোটবদ্ধভাবে আসন ভাগাভাগির মাধ্যমে নির্বাচন করবে?

তারেক রহমান: খুব ট্রিকি কোশ্চেন একটু। দেখুন আমরা প্রায় ৬৪টি রাজনৈতিক দল বিগত স্বৈরাচারের সময় যার যার অবস্থান থেকে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

আমরা চেষ্টা করেছিলাম কমবেশি একসাথে কাজ করার জন্য। এমনকি আমরা যে ৩১ দফা দিয়েছি রাষ্ট্র পুনর্গঠনের, এটি প্রথমে ২০১৬ সালে আমরা দিয়েছিলাম শুধু বিএনপির পক্ষ থেকে। পরবর্তীতে ভিশন টুয়েন্টি ছিল। যেটা পরবর্তীতে কিছুটা আরেকটু ডেভেলপ করে আমরা ২৭ দফা দিয়েছিলাম।

পরবর্তীতে আমরা আমাদের সাথে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের সাথে পরামর্শ করে সকলের মতামত নিয়ে আমরা ৩১ দফা দিয়েছি। কারণটি হচ্ছে যে দলগুলোকে আমরা পেয়েছি, আমাদের সাথে রাজপথের আন্দোলনে, আমরা চাই সকলকে সাথে নিয়ে রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে। সকলের মতামতকে সাথে নিয়ে আমরা রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে চাই।

বিবিসি বাংলা: সেখানে তাহলে মানে যারা আন্দোলন করেছে তারাই নাকি? মানে মিত্র কারা হবে আসলে কারা সাথে থাকবে আপনাদের নির্বাচনকে সামনে রেখে?

তারেক রহমান: ওই যে বললাম, কমবেশি সকলকে নিয়ে আমরা রাষ্ট্র গঠন করতে চাই।

বিএনপির মনোনয়নে এবার ভিন্ন কী হবে

বিবিসি বাংলা: কিন্তু দেখা গেছে, জামায়াতে ইসলামী তারা কিছু দলকে নিয়ে বিএনপিবিরোধী একটি জোট করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেটিকে আপনারা কি উদ্বেগ হিসেবে দেখেন? মানে আপনারা কীভাবে দেখেন সেটা?

তারেক রহমান: দেখুন, কোনো দল বা সমষ্টিগতভাবে কোনো দল যদি বাংলাদেশের যে আইন আছে, বৈধ আইন আছে। বাংলাদেশের যে সংবিধান এখনো যেটি আছে, এই সবকিছুর ভেতরে থেকে অর্থাৎ মানুষের সমর্থন-গ্রহণযোগ্যতা সবকিছুর ভেতরে থেকে যারা রাজনীতি করবে, তারা করতেই পারে। এটাতে তো কোনো সমস্যা বা উদ্বেগের কোনো কারণ আমি দেখি না।

বিবিসি বাংলা: সেখানে যদি তারা একটি আলাদা জোট করে, সেটি কি আপনাদের জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে?

তারেক রহমান: না, কেন? ইলেকশন হলে তো ইলেকশনে প্রতিযোগিতা থাকতেই পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতেই পারে। এতে উদ্বেগের কী আছে? বিএনপি তো আগেও নির্বাচন করেছে। বিভিন্ন সময় বিএনপি নির্বাচন করেছে। কম্পিটিশন করেই বিএনপি নির্বাচন করেছে। প্রতিযোগিতা করেছে। উদ্বেগের কিছু নেই।

বিবিসি বাংলা: মনোনয়নের প্রশ্নে যদি আসি, সেখানে আপনাদের কৌশলটা কী হবে? এর আগে বিভিন্ন সময় নির্বাচনগুলোতে পেশিশক্তির প্রভাব, টাকার প্রভাব, পারিবারিক বিষয় বিবেচনা এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সময় অভিযোগ আছে। এবার ভিন্ন কি হবে আসলে?

তারেক রহমান: আপনি যেই বিষয়গুলো বললেন, আমরা কখনোই এইসব বিবেচনায় নিয়ে কখনোই আমার দল নমিনেশনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি।

আমাদের নমিনেশনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সব সময় কমবেশি, যা ছিল বা ভবিষ্যতে আমরা যেটিকে মূল্যায়ন করব–সেটি হচ্ছে অবশ্যই কোনো একটি পার্টিকুলার এলাকা থেকে আমরা আমাদের দলের এমন একজন ব্যক্তিকেই নমিনেশন দিতে চাইব, যে ওই এলাকার সমস্যা *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কে শুরু হলো এনআইডি-ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম

প্রথম পৃষ্ঠার পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

উদ্বোধনের আগে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি আখতার আহমেদ ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, জন্ম নিবন্ধন, পিতা-মাতার এনআইডি, বাংলাদেশি পাসপোর্ট কিংবা নিজ ইউনিয়নের প্রত্যয়নপত্র ও ছবি সহ ফরম পূরণ করতে হবে। পরবর্তীতে দূতাবাসে কিংবা কনস্যুলেট গিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট ও চোখের আইরিশ দিতে হবে। আর এসব প্রক্রিয়া শেষে দেশে আবেদনকারীর সকল তথ্য যাচাই করা হবে পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধনের জন্য সপ্তাহ দুয়েক সময় লাগতে পারে।



পিতা-মাতার এনআইডি, বাংলাদেশি পাসপোর্ট না থাকলেও বাংলাদেশের এনআইডি প্রাপ্ত যে কোন তিন ব্যক্তির প্রত্যয়নের মাধ্যমেও জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার নিবন্ধন করতে পারবেন প্রবাসীরা জানান আখতার আহমেদ। এছাড়া বিদেশে জন্মগ্রহণ করা বাংলাদেশি বংশদ্ভুতরাও তাদের অভিভাবক সূত্রে এনআইডি ও পরবর্তীতে ভোটার নিবন্ধন করতে পারবেন।

তিনি আরো বলেন, নিবন্ধিত প্রবাসীরা ঘরে বসে পোস্টাল ব্যালট অ্যাপ এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে ভোট দিতে পারবেন। স্মার্টফোন উপযোগী পোস্টাল ব্যালট অ্যাপ অক্টোবর মাসের শেষের দিকে অবমুক্ত করা হবে। এই অ্যাপে ফেস সহ এনআইডি নাম্বার দিয়ে ধাপে ধাপে সবকিছু পূরণ করে ভোটের জন্য নিবন্ধন করতে হবে। এরপর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটের সময় ব্যালট সহ যাবতীয় সবকিছু পোস্টাল সার্ভিসে প্রতি নিবন্ধনকৃত ভোটারতের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময়ে।

এ সময় উপস্থিত সাংবাদিক ও প্রবাসী কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার নিবন্ধনের উদ্বোধনী দিনে একাধিক প্রবাসী নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশ নেন। প্রথম দিনেই বহুল প্রত্যাশিত জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার নিবন্ধন করতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত ছিলেন অনেকেই। তারা এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এমন কার্যক্রমে যাতে জটিলতা না হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের প্রতি দাবি জানান।

শুক্রবার কনস্যুলেট অফিসে জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার নিবন্ধনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান শাহ্ নেওয়াজ, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল লতিফ সম্রাট, টাইম টিভির সি ই ও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মনজুর আহমেদ চৌধুরী, কাজী আজম সহ শতাধিক প্রবাসী।













শিকাগোতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘাত চলাকালে সশস্ত্র নারীকে বর্ডার পেট্রল এজেন্টের গুলি

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ওই নারী নিজেই গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে গেছেন। তার অবস্থা এখন কেমন, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।

নিউজ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রণালয় (ডিএইচএস) জানিয়েছে, শনিবার শিকাগোর দক্ষিণপশ্চিম অংশে ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কয়েকশ বিক্ষোভকারীর সংঘাত চলাকালে মার্কিন বর্ডার পেট্রল সদস্যরা এক সশস্ত্র নারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে।

ওই নারীসহ একদল লোকের গাড়ি মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক কার্যকর বিভাগের (আইসিই) ব্যবহৃত যানবাহনে ধাক্কা দিয়েছিল, কিন্তু এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা গুরুতর আহত হননি, বিবৃতিতে ডিএইচএসের এক মুখপাত্র এমনটাই জানিয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ ওই নারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, তবে তার নাম জানতে পারেনি বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

বর্ডার পেট্রল সদস্যরা গুলি চালানোর পর ওই নারী নিজেই গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে গেছেন বলে ডিএইচএসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে। তার অবস্থা এখন কেমন, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।

শনিবার বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে হাতাহাতি, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সময় আইসিই এজেন্টরা পিপার স্প্রে ও রাবার বুলেট ছুড়েছেন।

শিকাগোর ব্রাইটন পার্ক এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত 'বিশেষ বাহিনী' পাঠানো হচ্ছে বলে এক্সে দেওয়া পোস্টে বলেছেন মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম।

গুলিবিদ্ধ নারীর কাছে একটি আধা-স্বয়ংক্রিয় বন্দুক ছিল, বিবৃতিতে বলেছেন মার্কিন সহকারী সেক্রেটারি ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন।

ইলিনয়ের ডেমোক্র্যাট গভর্নর জেবি প্রিৎজকার শনিবার বলেছেন, রাজ্যে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করতে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের আলটিমেটাম পেয়েছেন তিনি।

"আমাদের নিজেদের সীমানার ভেতর এবং আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, একজন গভর্নরকে সেনা পাঠাতে বলা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য এবং অ-আমেরিকানসুলভ," বিবৃতিতে বলেছেন প্রিৎজকার।

ফেডারেল কর্মকর্তা ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিতে ট্রাম্প *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*



বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে হাতাহাতি, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সময় আইসিই এজেন্টরা পিপার স্প্রে ও রাবার বুলেট ছুড়েছেন। *ছবি: রয়টার্স*



ছবি-সংগৃহীত

নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় হামাসের সম্মতিতে বিপাকে নেতানিয়াহু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার ফলাফল ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য খানিকটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তিনি যা চেয়েছিলেন তা মূলত পাননি। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস গাজা পরিকল্পনায় সম্মতি দেওয়ায় ট্রাম্প গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। এটা নেতানিয়াহুর জন্য কষ্টকর হয়েছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শকরা মনে করেন, ট্রাম্পের পরিকল্পনায় হামাসের সম্মতি মূলত অসম্মতি। কারণ তারা নিরস্ত্রীকরণ সরাসরি মেনে নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে। গতকাল রোববার নিউইয়র্ক টাইমসের এক বিশ্লেষণে এসব কথা উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজায় শান্তি ফেরাতে গত সপ্তাহে ২০ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। এই পরিকল্পনায় নেতানিয়াহু ও হামাসের জন্য বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। উভয় পক্ষ শর্তগুলো মানতে রাজি হয়েছে। হামাসকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দিতে ও অস্ত্র সমর্পণে রাজি হতে বলা হয়। অন্যথায় ইসরায়েলের হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৈধতা দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

এর প্রতিক্রিয়ায় হামাস সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়ে দেয়। তবে অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে তারা কোনো স্পষ্ট কিছু জানায়নি। এ ব্যাপারে তারা বিস্তারিত আলোচনা চায়।

নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বলেন, 'অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে আলোচনা চেয়ে হামাস মূলত ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পরও হামাসের বিবৃতিকে গাজা পরিকল্পনায় সম্মতি হিসেবে ধরে নিয়েছেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাইকেল হার্জোগ মনে করেন, হামাসের বিবৃতিটি 'হ্যাঁ'র আড়ালে প্রকৃতপক্ষে 'না' ছিল। তবুও ট্রাম্প সেটাকে 'হ্যাঁ' হিসেবেই ধরে নিয়েছেন।

ট্রাম্পের ঘোষণার পরই শনিবার নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে বলা হয়, ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দিতে তারা প্রস্তুত। এরপর যুদ্ধ সমাপ্তির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো। কিন্তু নেতানিয়াহু এখন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। মুসলিম ও আরব দেশগুলোর ভূরাজনৈতিক চাপের কাছে তিনি এখন ধরাশায়ী বলে মনে করা হচ্ছে।

নেতানিয়াহুর সাবেক জ্যেষ্ঠ পররাষ্ট্র কর্মকর্তা এরান এটজিওন মনে করেন, 'গাজা থেকে সেনা সরানোর জন্য ট্রাম্পের সর্বশেষ নির্দেশ ও হামাসের নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার ব্যাপারটি নেতানিয়াহু মেনে নিতে পারেননি। এটা তাঁর পরিকল্পনার বিপরীতে চলে যায়। নেতানিয়াহু চান, পরিস্থিতি সর্বদা ইসরায়েলি সামরিক চাপের অধীনেই থাকুক।'

র‍্যান্ড করপোরেশনের ইসরায়েলি নীতি বিশ্লেষক শিরা এফ্রন বলছেন, 'নেতানিয়াহুর পরাজয় হয়েছে। এর পরও তাঁর রাজনৈতিক জোটের অংশীদাররা কীভাবে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে। ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার ফল নিজেদের পক্ষে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু তা ঘটেনি।'

ইসরায়েলের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইয়াল হুলাতা মনে করেন, 'কোনো কিছুই এখনও শেষ হয়নি। মূলত নেতানিয়াহু ও হামাস শুধু ট্রাম্পকেই সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত। কিন্তু শান্তি ফেরাতে প্রকৃতপক্ষে যা করা দরকার, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না তারা।

হোয়াইট হাউসের সর্তকবার্তা

শাটডাউনের মেয়াদ বাড়লে সরকারি কর্মীরা ব্যাপক ছাঁটাই হতে পারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনের মেয়াদ বাড়তে থাকলে সরকারি কর্মী ছাঁটাই শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছে হোয়াইট হাউজ।

সোমবার (৬ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে।

সতর্কবার্তায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সিদ্ধান্ত নেন যে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে আংশিক সরকারি শাটডাউন শেষ করার আলোচনায় কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ব্যাপক ছাঁটাই শুরু হতে পারে।

এরইমধ্যে পাঁচ দিন পার হয়েছে দেশটির শাটডাউনের। এখনও তহবিল বরাদ্দ নিয়ে দ্বন্দ্বের সমাধান হয়নি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে।

আজ সোমবার এই ইস্যুতে আরেক দফা ভোটাভুটি হবে মার্কিন কংগ্রেসে।

তবে দুই দলের ঐক্যমত্যের কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। অতি জরুরি পরিষেবা ছাড়া গত বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে মার্কিন প্রশাসনের সব সরকারি কার্যক্রম। শাটডাউনের কারণে বেতন আটকে আছে লাখ লাখ সরকারি কর্মীর। এই অচলাবস্থার জন্য আবারও ডেমোক্র্যাটদেরই দায়ী করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শনিবার রাতে সান ফ্রান্সিসকো ফেডারেল আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ফেডারেল কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নগুলো। তারা বলছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কর্মকর্তাদের বক্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে সোমবার থেকেই গণছাঁটাই শুরু হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা জানিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলো এই ছাটাই প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখার আবেদন করে।

এর আগে হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট জানিয়েছিল, অন্তর্বর্তী বাজেট বিল সোমবার পাস না হলে কর্মী ছাঁটাই শুরু হতে পারে। মামলাটিতে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, তারা অবৈধভাবে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত অর্থের ঘাটতিকে ছাঁটাইয়ের সুযোগ হিসেবে নিচ্ছে।

হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। সরকারি অচলাবস্থা অব্যাহত থাকায় বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৭.৫ লাখ কর্মী বাধ্যতামূলক ছুটিতে আছেন এবং যার দ্রুত সমাধানের কোনো লক্ষণ নেই।



ছবি-সংগৃহীত

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

৫-এর পৃষ্ঠায় পর সম্পর্কে সচেতন আছে, যার সাথে ওই এলাকার মানুষের সম্পৃক্ততা আছে, উঠাবসা আছে, যে ওই এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম।

যে ওই এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ, তরুণ, নারী, মুরব্বিসহ ছাত্রছাত্রী সবার সাথে যার একটা কমিউনিকেশন আছে। এই ধরনের মানুষকেই আমরা প্রায়োরিটি দিব, খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ যার প্রতি জনসমর্থন আছে। যে জনসমর্থনকে তার সাথে রাখতে পারে। জনগণের যার প্রতি সমর্থন আছে সে রকম মানুষকে দেখেই আমরা নমিনেশন দেব।

বিবিসি বাংলা: সেখানে তৃণমূলের মতামত কতটা প্রাধান্য পাবে? অভিযোগ আছে যে তৃণমূলের মতামত প্রাধান্য কম পায়?

তারেক রহমান: না, ব্যাপারটা এ রকম না। দেখুন গণতন্ত্রে স্বাভাবিক যেখানেই গণতন্ত্র আছে, সেখানে মতামত থাকতেই পারে। বিভিন্ন রকম মতামত অভিযোগ। হয়তো এক জায়গায় ৫০ জন আছে। ৫০ জনের মধ্যে ৩০ জন একটি কথা বলছে, ১৫ জন একটি কথা বলছে। বাকিরা আরেকটি কথা বলছে। তাহলে আপনি কি বলবেন যে মতামত নেয়ও হচ্ছে না? না।

স্বাভাবিকভাবেই যেখানে আমরা মেজরিটির যেটা মতামত পাবো, এলাকার মানুষের কম বেশি। আমরা তো আমাদের মতন করে খোঁজ করছি। সেটি তৃণমূলই হোক বা সেটি সাধারণ মানুষের হোক।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য–আমরা কিন্তু দলের নেতৃত্ব নির্বাচন করছি না। আমরা নির্বাচন করছি এমন একজন ব্যক্তিকে, যেই শুধু দলেরই সমর্থন নয় বরং দলমত-নির্বিশেষে ওই এলাকার অধিকাংশ মানুষের সমর্থন যার প্রতি আছে।

আমরা এ রকম একজন মানুষকে বের করে আনতে চাইছি। এ রকম একজন মানুষকে আমাদের দলের মনোনয়ন দিতে চাইছি। শুধু দল দিয়ে তো নির্বাচন হবে না। নির্বাচনে তো সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ থাকে। বিভিন্ন মানুষের অংশগ্রহণ থাকে।

কাজেই যার সমর্থন আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, চেষ্টা করছি যার প্রতি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমর্থন আছে। শুধুমাত্র দলীয় সমর্থন নয়, এরকম মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী কি না?

বিবিসি বাংলা: নির্বাচন প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাই যে আগামী নির্বাচনে আপনার ভূমিকা কী হবে, আপনি কি সরাসরি নির্বাচন করছেন? আপনাকে কি আমরা প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী হিসেবে দেখতে পাব নির্বাচনে?

তারেক রহমান: আমার মনে হয়, আপনি প্রথম দিকে বোধহয় একটা প্রশ্ন করেছেন, আমি ওখানে বলেছিলাম স্বাভাবিক আমি একজন রাজনৈতিক দলের সদস্য। একজন রাজনৈতিক কর্মী আমি। নির্বাচনের সাথে তো রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক কর্মীর ওতপ্রোত সম্পর্ক।

কাজেই নির্বাচন যেখানে একটি মানে জনগণের সম্পৃক্ত, এ রকম একটি নির্বাচন হবে, সেখানে তো অবশ্যই আমি নিজেকে দূরে থাকতে পারব না। আমাকে আসতেই হবে। স্বাভাবিকভাবেই মাঠেই ইনশা আল্লাহ থাকব আমি। আপনি আপনার প্রশ্নের পরের যে অংশটি ছিল, দেখুন আমি মনে করি এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণের। এটি তো আমার সিদ্ধান্ত না। এটি সিদ্ধান্ত নিবে বাংলাদেশের জনগণ।

বিবিসি বাংলা: কিন্তু আপনি নির্বাচনে অংশ নেবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত তো আপনাকে নিতে হবে।

তারেক রহমান: না না সেটি তো নিব, কেন নিব না? অবশ্যই নিব।

বিবিসি বাংলা: আপনি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তাহলে?

তারেক রহমান: জ্বি, ইনশা আল্লাহ।

বিবিসি বাংলা: অর্থাৎ বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে বা নির্বাচনে অংশ নেয় সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী হিসেবে আমরা তারেক রহমানকে দেখতে পাব সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি?

তারেক রহমান: এটির সিদ্ধান্ত তো বাংলাদেশের জনগণের।

বিবিসি বাংলা: বিএনপির পক্ষ থেকে?

তারেক রহমান: সে ক্ষেত্রে তো এটি দল সিদ্ধান্ত নেবে। দল কিভাবে করবে এটি তো দলের সিদ্ধান্ত।

নির্বাচনে খালেদা জিয়ার ভূমিকা কি হবে?

বিবিসি বাংলা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আপনাদের দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া তিনি কি এ নির্বাচনে কোনো ভূমিকায় থাকবেন? তাকে কি আমরা নির্বাচনে কোনো ভূমিকায় দেখতে পাবো?

তারেক রহমান: আপনি এমন একজন মানুষের কথা বলেছেন, যেই মানুষটি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, যতবার গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করা হয়েছে, প্রতিবার উনি অবদান রেখেছেন। সেই গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বা পুনরুদ্ধার করার জন্য।

এবারও আপনাদের সকলের চোখের সামনেই ঘটেছে যে কীভাবে স্বৈরাচারের সময় তার উপরে অত্যাচারের খড়্গহস্ত নেমে আসে। কিন্তু উনি আপোষ করেননি। এরকম একজন ব্যক্তি আজ অসুস্থ। কেন কীভাবে উনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেন, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

আমরা দেখেছিলাম একজন সুস্থ মানুষ গিয়েছেন। কিন্তু যখন বেরিয়ে এসেছেন একজন অসুস্থ মানুষ বেরিয়ে এসেছেন। তাকে চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। এ সবগুলোই ঘটনা দেশবাসী জানেন। তারপরেও যে মানুষটির এত বড় অবদান রয়েছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার।

আমি সেই দলের একজন কর্মী হিসেবে বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস করতে চাই গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যেই প্রত্যাশিত, জনপ্রত্যাশিত যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, উনার শারীরিক সক্ষমতা যদি এলাও করে উনাকে নিশ্চয়ই উনি কিছু না কিছু ভূমিকা রাখবেন।

বিবিসি বাংলা: সেটা কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ হতে পারে?

তারেক রহমান: এটি আমি এখনো বলতে পারছি না। আমি মাত্রই বললাম যে উনার শারীরিক বা ফিজিক্যাল এবিলিটির উপরে বিষয়টি কিছুটা হলেও নির্ভর করছে।

বিবিসি বাংলা: এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন চলে আসে বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে। আপনার বাবা সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আপনার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তিনি চার দশক বিএনপির নেতৃত্ব দিয়েছেন। এখন আপনি কার্যত দলের নেতৃত্বে রয়েছেন আপনি। বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে পরিবারের প্রভাব কতটা থাকবে?

তারেক রহমান: দেখুন বিষয়টিকে আমি একটু তাহলে অন্যভাবে উপস্থাপন করি। সব রকম সকলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলতে চাইছি। দেখুন, একজন চিকিৎসকের সন্তান যখন চিকিৎসক হয় তখন সে ভালোও করে সে খারাপও করে। একজন লয়ারের সন্তানও দেখা যায় যে অনেক সময় বাবা-মায়ের মতন ভালো লয়ার (আইনজীবি) হয় অথবা হয় না।

রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে অনেকের সন্তান পলিটিক্সে এসেছে। সবাই কি ভালো করেছে? সবাই ভালো করেনি। কেউ কেউ করেছে কেউ কেউ করতে পারেনি ভালো।

আপনি যদি আমাকে ইঙ্গিত করে থাকেন, তাহলে এভাবে আমি বলব যে, দেখুন আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মতন দেশে রাজনীতি যারা করেন বিগত ১৭ বছরে দেখেছি। তার আগেও আমরা দেখেছি রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্টের শিকার হন। মিথ্যে মামলার শিকার হন। আমাদের বহু নেতা-কর্মী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। জেল জুলুম খেটেছে। ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যেই কয়টা উদাহরণ দিলাম আমি মাত্র।

আপনি কি বলতে পারবেন, এর কোনোটার মধ্যে দিয়ে আমি যাইনি? এর প্রতিটার ভেতর দিয়ে আমি গিয়েছি। প্রত্যেকটা স্তর পার *৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ওজনপার্ক ও ফ্রকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কৃতজ্ঞতার সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)


আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.


(Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Crow St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্টাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

৮-এর পৃষ্ঠায় পর

করে এসেছি আমি। আমি শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি। যেই নির্যাতনের চিহ্ন এখনো কখনো কখনো আমাকে সহ্য করতে হয়। জেল জুলুম খেটেছি আমি। বিভিন্নভাবে মিথ্যা অপপ্রচারের শিকার হয়েছি আমি। সবকিছুর ভিতর দিয়েই আমি পেরিয়ে এসেছি।

কাজেই এইজন্য এই কথাগুলো আমি বললাম যে রাজনীতি পরিবারকরণ হয় না। এটি সমর্থনের ভিত্তিতে হয়। কাজেই যে অর্গানাইজ করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দলকে ঐক্যবদ্ধ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে সে এগিয়ে যেতে পারবে। কেউ যদি এগিয়ে যেতে না পারে, তাহলে সে এগিয়ে যেতে পারবে না। সময় পরিস্থিতি সবকিছু প্রমাণ করে দিবে।

বিবিসি বাংলা: আপনার স্ত্রী বা কন্যা বা আপনার পরিবারে যারা আছেন তারা রাজনীতিতে আসবেন কিনা এটা নিয়ে কিন্তু ব্যাপক আলোচনা আছে। আলোচনা হয় কিন্তু রাজনীতিতে। তো এ ধরনের কি কোনো সম্ভাবনা আছে বা তারা আগ্রহী কি না রাজনীতিতে আসার ব্যাপারে?

তারেক রহমান: আমি ওই যে বললাম সময় পরিস্থিতি বলে দিবে ওটা।

বিএনপির অগ্রাধিকার

বিবিসি বাংলা: একটু আবার নির্বাচনের দিকে যাই। বিএনপি সর্বশেষ সরকারে ছিল ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। এরপর প্রায় ১৯ বছর পরে বিএনপির সামনে আবার একটা সরকার গঠনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সেই তখনকার যে বিএনপি আর এখনকার যে বিএনপি এই দুটোর পার্থক্যটা আপনি কোথায় কী বলবেন?

তারেক রহমান: এই ১৯ বছরে আমরা বাংলাদেশ বলি বা পুরো বিশ্ব বলি অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। দুটো বড় বড় জিনিসের বোধহয় পরিবর্তন হয়েছে।

একটি হচ্ছে কোভিডের ভিতর দিয়ে পুরা বিশ্ব গিয়েছে। এই কোভিড বিভিন্নভাবে আমাদের অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা মনোজগত চেঞ্জ করেছে। ঠিক একইভাবে যদি আরেকটি বিষয় আমরা দেখি এই যে আপনার সাথে আমি কথা বলছি অনলাইনে, এই যে আইটি বা সোশ্যাল মিডিয়া এই পুরো বিষয়টা কিন্তু মানুষের মনোজগতকে ভিন্নভাবে ভিন্ন রকম করেছে।

অনেক্ষক্ষেত্রে মনোজগতে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে। খুব স্বাভাবিকভাবে আপনি যেই সময়ের কথা বলেছেন সেই সময় এই বিষয়গুলো হয়তো সেভাবে ছিল না। তো স্বাভাবিকভাবেই এই সবকিছু বিবেচনা করে সামনের দিনগুলোতে আমাদেরকে এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব রেখে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে।

আমরা সেভাবে চিন্তাভাবনা করে আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম বিষয়গুলোকে আমরা সাজাচ্ছি। সেই সময় থেকে ১৯ বছর আগে আমাদের যেসব প্ল্যান প্রোগ্রাম ছিল, তার থেকে কিছুটা পরিবর্তন হবে।

কিন্তু ওই যে বেসিক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মানুষের বেটারমেন্ট। মানুষের ভালো কিছু করার জন্য মানুষ যাতে আজকে যেমন আছে আগামীকাল যাতে একটু বেটার থাকতে পারে কি, কীভাবে সেটা করা যেতে পারে, কে কোনো শ্রেণি কীভাবে একটু বেটার থাকতে পারে, সেটিই থাকবে আমাদের সবচেয়ে প্রায়োরিটি ইস্যু।

দুর্নীতি প্রশ্নে বিএনপি ভোটারদের আশ্বস্ত করবে কীভাবে

বিবিসি বাংলা: বিগত যখন বিএনপি সরকারে ছিল তখন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ছিল, তার মধ্যে একটা বড় বিষয় ছিল দুর্নীতির অভিযোগ। সরকারে যারা ছিলেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে বা সেই সময় যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছিল বিভিন্ন জায়গায়। আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে তখন অনেক সমালোচনা হয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি যে আর হবে না এ বিষয়ে আপনি ভোটারদেরকে কিভাবে আশ্বস্ত করবেন?

তারেক রহমান: দেখুন আপনি যে কথাটি বললেন দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। ৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ছিল সেই সময়। আমরা ২০০১ সালের পহেলা অক্টোবরে সরকার নির্বাচনের পর ১০ই অক্টোবর সরকার গঠন করি, সম্ভবত।

এর বোধহয় কিছুদিন পরে একটি সূচক বের হলো টিআইবির। মানে দুই তিন মাস পরে বোধহয় একটি সূচক বের হলো।

নিশ্চয়ই মাত্র নির্বাচিত একটি সরকারের পক্ষে তো ভালোমন্দ কোনো কিছুই তিন মাসে করা সম্ভব নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই যে সূচকটি হয়েছিল সেটি তার আগে আমাদের আগে যে সরকারটি ছিল তারা যে পাঁচ বছর যা করেছে তার উপর ভিত্তি করেই সেই সূচকটি তারা তৈরি করেছে।

আপনি যদি ২০০১ থেকে ২০০৬ অর্থাৎ বিএনপি সরকার গঠন করার পরে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে যখন ক্ষমতা হ্যান্ডওভার করে দিল, আপনি যদি সেই সংস্থা টিএইবি নামক সেই সংস্থাটার রিপোর্টই যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন পর্যায়ক্রমিকভাবে, এটি কিন্তু আমার কথা না, এটি তাদের পরিসংখ্যানের কথা-পর্যায়ক্রমিকভাবে কিন্তু নেমে এসেছে।

হ্যাঁ আমি এডমিট করছি পুরাপুরি হয়তো আমরা করতে পারিনি। বাস্তবতা তো বুঝতে হবে। এটি একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এটি মানুষকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আস্তে আস্তে করতে হবে। জিনিসটি সময় লাগবে।

আমি এখন যত কথাই বলি না কেন বাস্তবতা হচ্ছে এই বিষয়টি যেহেতু সময় লাগবে আমাদেরকে কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

সেজন্যই আমি ভোটারদেরকে এতটুকু বলতে পারব, আমরা যদি সুযোগ পাই, জনগণ যদি আমাদেরকে সেই সুযোগ দেন, তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে আমরা যাতে একটি এমন অবস্থা তৈরি করতে পারি যেখানে কিছুটা হলেও আমরা বহিঃবিশ্বে বিশ্বের অন্য দেশের সামনে কিছুটা হলেও যাতে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারি।

চাঁদাবাজি, দখলের মত নানা অভিযোগ নিয়ে যা বললেন

বিবিসি বাংলা: পাঁচই আগস্টের পরে বিএনপির অনেক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে এরই মধ্যে চাঁদাবাজি বা দখলের মত নানা অভিযোগ এসেছে। আপনাদের দল থেকে অনেককে বহিষ্কার করা হয়েছে এটা ঠিক, আবার একই সাথে এটাও ঠিক যে এই অভিযোগগুলো কিন্তু বারবার আসছে। তো এটা থামানো যাচ্ছে না কেন?

তারেক রহমান: আপনার প্রতি সম্মান রেখে আপনার সাথে এগ্রিও যেমন করবো, আবার এখানে অন্য একটি বিষয় আমি তুলে ধরতে চাইবো।

এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন যে প্রায় ৭০০০ এর মতন আমাদের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে আমরা কিছু সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কিন্তু এই ৭০০০ এ সবাই কিন্তু আপনি যে অভিযোগ করলেন এই অভিযোগের সাথে জড়িত নয়। এর মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যারা অন্য সাংগঠনিক বিষয়ের সাথে জড়িত। এটি গেল একটি বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আমাদের কাছে এরকম যখন অনেক অভিযোগ এসেছে। আমরা অভিযোগগুলো তদন্ত করেছি। তদন্ত করার পরে আমরা বেশ কিছু বিষয় পেয়েছি।

যেমন আমি দুই-একটি উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বলি। যেমন-ধরেন দুই ভাই। কোনো একটি এলাকায় দুই ভাই আছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে পারিবারিক সম্পত্তি সহায় সম্পত্তি নিয়ে একটি সমস্যা আছে। এক ভাই বিগত যে স্বৈরাচার পলাতক স্বৈরাচার তাদের কারো সাথে এক ভাইয়ের খুব ভালো সম্পর্ক।

তার ফলে সে সেই স্বৈরাচারের যে দোসর যার সাথে এই এক ভাইয়ের সম্পর্ক, সে তার ইনফ্লুয়েন্সটি ব্যবহার করে অন্য ভাইয়ের সম্পত্তিও জোর করে দখল করে রেখেছে। এখন পাঁচ তারিখের পরে যে ভাই স্বৈরাচারের দোসরকে ব্যবহার করেছিল সেই দোসরও তো পালিয়ে গিয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবেই সেই ভাই এখন আর শেল্টার পাচ্ছে না।

তো অন্য যার সম্পত্তি জোর করে রেখে দিয়েছিল অন্য ভাইটি। সেই অন্য ভাইটি স্বাভাবিকভাবে তার হক আদায় করতে গিয়েছে বা হক বুঝে নিতে গিয়েছে। এখন এক্সিডেন্টলি বা ইনসিডেন্টলি যে ভাই এতদিনভাবে বঞ্চিত ছিল সম্পত্তি থেকে সেই ভাই বিএনপি করে। বিএনপির কোনো একজন কর্মী বা স্ট্রং সমর্থক বা নেতা যেটাই হোক। চাপিয়ে দিল অভিযোগ তুলে দিল অন্যজন যে বিএনপি দখল করতে গিয়েছে। এ রকম ঘটনা আমরা প্রচুর পেয়েছি।

আবার আরেকটি আমি উদাহরণ দেই যা সত্য, যা বাস্তব। স্বৈরাচারের সময় সারা বাংলাদেশে আমাদের প্রায় ৫০ লাখের বেশি নেতা-কর্মীর নামে বিভিন্ন রকম গায়েবি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের বহু নেতা-কর্মী তাদের ঘর বাড়িতে থাকতে পারতো না। তাদেরকে বিভিন্নভাবে পালিয়ে থাকতে হতো। বিভিন্নভাবে সরে থাকতে হতো। এই সুযোগে স্বৈরাচার তাদের ব্যবসা বাণিজ্য দোকান-পাট ঘর বাড়ি জমি জমা পুকুর দখল করে নিয়েছিল। পাঁচ তারিখে যখন স্বৈরাচার পলাতক হয়ে গিয়েছে, পালিয়ে গিয়েছে-তখন স্বৈরাচারের যারা দখল করেছে তারাও সাথে সাথে পালিয়ে গিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নেতা-কর্মীরা তাদের নিজেদের যেগুলি বৈধ সম্পত্তি, পৈতৃক সম্পত্তি সেগুলো আবার ফিরে পেতে গিয়েছে। তখন আবার কিছু সংখ্যক লোক প্রচার করেছে যে বিএনপির লোকজন দখল করতে গিয়েছে এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে।

আপনি যেই কথাটি বললেন সেরকমও কিছু ঘটেছে। সে কারণেই আমরা আমাদের অবস্থান থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তবে এখানে আমার একটি প্রশ্ন আছে, যে প্রশ্নটি আমরা পাবলিকলিও করেছি। দেখুন আমরা একটি রাজনৈতিক দল। কিছু ঘটনা ঘটেছে। আমরা অস্বীকার করছি না। ঘটেছে যেমন, আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি তাদের বিরুদ্ধে।

যতটুকু আমরা জেনেছি, যতটুকু আমরা তদন্তের পরে পেয়েছি, যখন সত্যতা পেয়েছি, আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু পুলিশিং করা তো আমাদের কাজ না। রাজনৈতিক দলের কাজ অবশ্যই পুলিশিং করা না।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কখনো বলিনি সরকারকে-যে অমুককে ধরতে পারবে না, তমুককে ধরতে পারবে না, এই করতে পারবে না ওই কথা। আমরা কিন্তু কখনো বলিনি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যাদের কাজ পুলিশিং করা তারা কেন তাদের কাজটি করছে না। তারা কেন তাদের কাজে ব্যর্থ এটি আমাদের প্রশ্ন।

বিবিসি বাংলা: তার মানে এখানে সরকারের একটা ব্যর্থতা আছে?

তারেক রহমান: অবশ্যই। আমি তো আগেই বলছি পুলিশিং তো রাজনৈতিক দলের কাজ না পুলিশিং করার দায়িত্ব সরকারের।

বিবিসি বাংলা: অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি যে, আপনারা যদি সরকার গঠন করেন সে ক্ষেত্রে আপনার দলের নেতা-কর্মী বা আপনার দলের নামে কোনো চাঁদাবাজি বা দখল এ ধরনের কিছু কেউ সেটা করতে পারবে না, কারণ তখন যেহেতু আপনারা সরকারে থাকবেন?

তারেক রহমান: ইয়েস, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইনশৃঙ্খলার কাজ করবে। বিএনপি ইনশা আল্লাহ সরকার গঠন করলে আমার দলের কোন নেতা-কর্মী তখনো যদি এ রকম কোনো অনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত হয় আমরা দলের অবস্থান থেকে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিব।

দল তার পক্ষে থাকবে না, দলের অবস্থান এবং দেশের আইন অনুযায়ী। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তারা তাদের কাজ করবে, সিম্পল। এখানে দুইয়ে দুইয়ে চারের মতন ব্যাপার।

'ডাকসুর প্রভাব পড়বে না জাতীয় রাজনীতিতে'

বিবিসি বাংলা: একটু ডাকসু নির্বাচন প্রশ্নে আসি। সাম্প্রতিক সময়ে ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ব্যাপক আলোচনা চলছে রাজনীতিতে এখনো। এর ফলাফলে দেখা গেছে যে বিএনপি সমর্থক ছাত্রদলের চেয়ে বেশ বড় ব্যবধানে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল জয়ী হয়েছে। আপনি কীভাবে দেখেন এই ফলাফলটাকে আসলে?

তারেক রহমান: আমি মনে করি গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি ভালো উদ্যোগ এটি। ভালো সূচনা। এটি গেল এক নম্বর।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে যারা জয়ী হয়েছেন বা এরকম আরো ভবিষ্যতে যারা জয়ী হবেন, তাদের প্রতি শুভেচ্ছা এবং যারা ভবিষ্যতে জয়ী হবেন তাদের প্রতি অগ্রিম শুভেচ্ছা রইলো।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে দেখুন একটা অগ্রযাত্রা শুরু হলো, কিন্তু আমরা চাইছিলাম না যে কোনো বিতর্কের মধ্যে এগুলা পড়ুক। আমরা আশা করব যে পরবর্তীতে যেগুলো হবে সেগুলো বিতর্কবিহীন হবে নির্বাচনগুলো।

বিবিসি বাংলা: এই নির্বাচনের ফলাফল, মানে ডাকসুর নির্বাচনের ফলাফল এটা কি জাতীয় রাজনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে? আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনার কি মনে হয়? আপনি কি মনে করেন সেটা?

তারেক রহমান: আমি যেটা দেখলাম বিভিন্ন মিডিয়াতে কিছু ব্যক্তি, যেমন-মান্না ভাই, ওনাকে উনি তো বোধহয় দুবার ভিপি ছিলেন। আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ।

আমরা যদি উনার বক্তব্য শুনে থাকি বা ধরে থাকি তাহলে তো আমি মনে করি না কোনো কারণ আছে। ছাত্র রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির জায়গায়, জাতীয় রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির জায়গায়।

জামায়াতের সম্ভাব্য জোট নিয়ে উদ্বেগ নেই

বিবিসি বাংলা: এখন যে সক্রিয় দলগুলো আছে তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর প্রশ্নে যদি একটু আসি, যে জামায়াতে ইসলামীকে ঘিরে বিএনপির নেতাদের অনেক সমালোচনা করতে দেখা যাচ্ছে। গত সাম্প্রতিক সময়ে, তো জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আপনার মনোভাবটা কি আসলে?

তারেক রহমান: বিষয়টা হচ্ছে যে দেখুন বাংলাদেশের স্বীকৃত যে নিয়ম, আইন-কানুন আছে, এগুলোর ভিতরে থেকে যদি কেউ রাজনীতি করে অবশ্যই করতে পারে।

বিএনপি সবসময় বহুদলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। কাজেই বিষয়টি আমরা এভাবেই দেখতে চাই।

দেশের যে আইন কানুন আছে তার ভিতরে থেকে যারা রাজনীতি করবে, অবশ্যই সবার রাজনীতি করার অধিকার আছে। এবং আমরা তো চাই সবাই রাজনীতি করুক। বহুদলীয় রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি।

বিবিসি বাংলা: জামায়াতে ইসলামী তো বিএনপির সাথে একসময় মিত্র ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের বিরোধী ভূমিকা নিয়ে কিন্তু বিএনপি নেতারা এখন অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, সামনে আনছেন। কিন্তু বিএনপি আবার তাদের সাথে সরকারও গঠন করেছিল একটা সময়?

তারেক রহমান: ২০২৪ সালে স্বৈরাচার যেই হত্যাগুলো করেছে দেশ স্বাধীনের পরে যখন তারা সরকার গঠন করেছিল ক্ষমতায় ছিল তখনও যে সকল লুট তারা করেছে, খুন-গুম তারা করেছে।

বিগত ১৭ বছর গুম খুন যারা করেছে, এর জবাব যে রকম তাদেরকেই দিতে হবে, ঠিক একইভাবে '৭১ সালে কোনো রাজনৈতিক দল যদি তাদের কোনো বিতর্কিত ভূমিকা থেকে থাকে, তাহলে তাদের জবাব তারাই দিবেন। ওটা তো আর আমি দিতে পারবো না। আমারটা আমি দিতে পারবো। অন্যেরটা তো আমি দিতে পারবো না।

যা বললেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি প্রসঙ্গে

বিবিসি বাংলা: আপনি জুলাইয়ের সময়ের কথা বলছিলেন। সে সময়ের হত্যাকাণ্ডের কথা বলছিলেন। সেই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের ব্যাপারে আপনার আপনাদের বা বিএনপির অবস্থানটা কী আসলে?

তারেক রহমান: দেখুন, আমি ১৭ বছর যাবত প্রবাস জীবনে আছি। ওয়ান ইলেভেন, তথাকথিত ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময় যেই শারীরিক নির্যাতন আমার উপরে হয়েছিল তারপরে চিকিৎসার জন্য আমি এই দেশে আসি।

আমি যখন এখানে আসি, আমার ভাইকে আমি রেখে এসেছিলাম ছোট ভাইকে। আমি যখন এই দেশে আসি আমার সুস্থ মাকে আমি রেখে এসেছিলাম। একটি ঘর রেখে এসেছিলাম। যেই ঘরে আমি এবং আমার ছোট ভাই বড় হয়েছি। যেই ঘরে আমার বাবার স্মৃতি ছিল। যেই ঘরে আমাদের দুই ভাইয়ের সন্তানরা জন্মগ্রহণ করেছিল। যেই ঘরে আমার মায়ের বহু স্মৃতি ছিল।

সেই স্মৃতিগুলোকে ভেঙে চুড়ে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে ভাইকে আমি রেখে এসেছিলাম সেই ভাই এখন আর নেই। যেই সুস্থ মাকে রেখে এসেছিলাম সেই সুস্থ মা এখন সুস্থ নেই। শুধু অসুস্থই নন, উনার উপরে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনও করা হয়েছে।

আমি আমার পরিবারের যেই কাহিনী আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এটিকে আপনারা কাহিনী বলুন, বা সংগ্রাম বলুন যেটাই বলুন না কেন, এটি শুধু আমার কাহিনী না, বা আমার পরিবারের কাহিনী না। এরকম কাহিনী বাংলাদেশের শত না, হাজার হাজার পরিবারের।

যে পরিবারের বাবা, যে পরিবারের ভাই, যে পরিবারের স্বামী তার ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, হ্যান্ডকাফ পারা অবস্থায় হাসপাতালের বারান্দায় মারা গিয়েছে, তা না হলে হ্যান্ডকাফ পারা অবস্থায় জেলের ভিতরে মারা গিয়েছে, সহায় সম্পত্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে-এই সকল অন্যায়, এই সকল হত্যা, এই সকল নির্যাতনের জন্য যারা দায়ী, যারা এসবের হুকুম দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বিচার হতে হবে।

এটি প্রতিশোধের কোনো বিষয় নয়। এটি ন্যায়ের কথা। এটি আইনের কথা। অন্যায় হলে তার বিচার হতে হয়। কার সম্পর্কে কী মনোভাব সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিবিসি বাংলা: এখানে একটা বিষয় আলোচনায় এসেছে যে যারা অপরাধী তাদের বিচার হবে। কিন্তু দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারা-না পারার প্রশ্নে বিএনপিরও অনেক নেতা অনেক সময় বলেছেন যেকোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে তারা নন। তো এখন নির্বাচনও সামনে আসছে। ফলে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করতে পারবে কি পারবে না সে ধরনের একটা প্রশ্নও আসছে। তো সেটা সেই জায়গাটাতে বিএনপির অবস্থানটা কী হতে পারে?

তারেক রহমান: দল হিসেবে তারা যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। দেশের আইন সিদ্ধান্ত নেবে।

বিবিসি বাংলা: তার মানে এটা আদালতের বিষয় বলে মনে করছেন?

তারেক রহমান: দল হিসেবে যদি অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তাই হবে। সোজা কথায় অন্যায়কারীর বিচার হতে হবে। তো সেটি ব্যক্তি হোক, সেটি দলই হোক। যারা জুলুম করেছে তাদের তো বিচার হতে হবে। সেটি ব্যক্তিও হতে পারে। সেটি দলও হতে পারে।

বিবিসি বাংলা: আপনি ব্যক্তিগতভাবে কী মনে করেন? আওয়ামী লীগের কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে থাকা উচিত নাকি, না?

তারেক রহমান: আমার মনে হয় আপনার কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তরে আমি মনে হয় বলেছিলাম যে আমরা রাজনীতি করি জনগণের জন্য।

আমরা বিশ্বাস করি এবং বিভিন্ন সময় বলিও আমরা বিএনপি যারা করি আমাদের রাজনৈতিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করতে চাই-যে দলের ব্যক্তিরা বা যে দল মানুষ হত্যা করে, মানুষ গুম করে, মানুষ খুন করে, দেশের মানুষের অর্থসম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচার করে-জনগণ তাদেরকে সমর্থন করতে পারে বলে আমি মনে করি না।

জনগণ যদি সমর্থন না করে কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক সংগঠনকে তাদের টিকে থাকার তো কোনো কারণ আমি দেখি না। যেহেতু জনগণের শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি, জনগণের সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস করি। জনগণের সিদ্ধান্তের উপরে আমরা আস্থা রাখতে চাই। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় বিচারক আমি মনে করি জনগণ।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে বিবিসি বাংলার সাক্ষাৎকারের এটি প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বটি প্রকাশ হবে মঙ্গলবার ৭ই অক্টোবর বিবিসি বাংলার ওয়েবসাইট, ফেসবুক পাতা ও ইউটিউব চ্যানেলে।

দিনেশ মজুমদারকে আটক করলো নিউইয়র্ক পুলিশ

শেষ পৃষ্ঠায় পর ম্যানহাটনের টাইমস স্কয়ারে তাঁকে আটক করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বাদী শক্তি গোপ্তার সহযোগিতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ অভিযান পরিচালনা করে। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, দিনেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা, আর্থিক অনিয়ম ও ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির অভিযোগ ছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সনাতন ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় সম্প্রদায়ের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, পূজার অনুদান ও টিকিট বিক্রির নামে সংগৃহীত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

নিউইয়র্কের পূজা আয়োজক কমিটির একাধিক সদস্য জানিয়েছেন, গত বছরের দুর্গোৎসবে টিকিট বিক্রির নামে প্রায় ১১ হাজার ডলার আত্মসাতের অভিযোগে তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। এছাড়া শিল্পীদের নাম ভাঙিয়ে অর্থ আদায়, পূজার মূর্তি কেনার নামে টাকা নিয়ে ফেরত না দেওয়ার ঘটনাও তদন্তাধীন বলে জানা গেছে।

বাদী শক্তি গোপ্তা বলেন, "দিনেশ মজুমদার শুধু প্রতারকই নন, বরং প্রবাসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টেরও অপচেষ্টা করেছেন।"

এদিকে, দিনেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় ট্রাম্পের ছবি; বিতর্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর হয়েছে তুমুল বিতর্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারার ব্র্যান্ডন বিচ শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স এ পোস্ট করে লিখেছেন, 'নকল খবর নয়। এই প্রাথমিক খসড়াগুলো সত্য। আমেরিকার ২৫০তম জন্মদিন ও প্রেসিডেন্টকে সম্মান জানাতেই এগুলো তৈরি।'

তিনি আরো বলেন, সরকারি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় (শাটডাউন) এখনই বিস্তারিত জানানো সম্ভব নয়, তবে 'খুব শিগগিরই আরও তথ্য প্রকাশ করা হবে।'

প্রাথমিক খসড়া অনুযায়ী, সামনের অংশে ট্রাম্পের মুখাবয়বের এক পাশ থাকবে। উপরে লেখা থাকবে, 'লিবার্টি' বা 'স্বাধীনতা'।

নিচে লেখা থাকবে, 'ইন গড উই ট্রাস্ট।' পাশে খোদাই করা থাকবে ১৭৭৬–২০২৬।

মুদ্রার পেছনের দিকে দেখা যাবে ২০২৪ সালের বাটলার, পেনসিলভেনিয়া হত্যাচেষ্টার পর ট্রাম্পের মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলার দৃশ্য। যার ওপরে লেখা থাকবে 'ফাইট ফাইট ফাইট।', আর ট্রাম্পের পেছনে উড়বে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, কোনো জীবিত বা সদ্য মৃত প্রেসিডেন্টের ছবি মুদ্রায় ব্যবহার করা অবৈধ।

এছাড়া ২০২৬ সালের জন্য ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে পাস করা 'সারকুলেটিং কালেক্টেবল কয়েন রিডিজাইন এক্ট'-এ বলা আছে, 'কোনো মুদ্রার পিছনের অংশে জীবিত ব্যক্তির কোনো প্রতিকৃতি, বক্ষচিত্র বা মূর্তি ব্যবহার করা যাবে না।'

ট্রেজারি দপ্তরের এক মুখপাত্র সিএনএনকে বলেন, '১ডলারের মুদ্রার চূড়ান্ত ডিজাইন এখনো নির্ধারিত হয়নি। তবে এই খসড়া যুক্তরাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিটকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন, ট্রাম্প কি এই খসড়া দেখেছেন?

তিনি বলেন, 'আমি জানি না তিনি দেখেছেন কি না, তবে নিশ্চিত দেখলে নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন।'

এর আগে আমেরিকার ইতিহাসে একমাত্র জীবিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুদ্রায় স্থান পেয়েছিলেন ৩০ তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজ। ১৯২৬ সালে এক স্মারক মুদ্রায় নিজের প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কুলিজ।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সরকারি শাটডাউনে অনিশ্চয়তা!

প্রথম পৃষ্ঠার পর পাল্টা প্রস্তাবও ব্যর্থ হয়েছে।

দুই দলের প্রস্তাবের মূল পার্থক্য ছিল মেয়াদ ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে। রিপাবলিকানরা সরকারের অর্থায়ন ২১ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়, আর ডেমোক্র্যাটরা অক্টোবর পর্যন্ত অর্থায়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবীমার ট্যাক্স ক্রেডিট চালু রাখার দাবি তোলে। রিপাবলিকান নেতৃত্বের শর্ত হলে প্রথমে সরকার পুনরায় চালু করতে হবে, তারপর স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু বিল পাসের জন্য সিনেটে রিপাবলিকানদের কিছু ডেমোক্র্যাটের সমর্থন প্রয়োজন, যা তারা পাচ্ছে না।

এমন অবস্থায় চাপ বাড়াতে হাউস স্পিকার মাইক জনসন প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে সদস্যদের নিজ নিজ জেলায় থাকতে বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, নতুন কোনো ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে জানিয়ে দেওয়া হবে। এর মানে হাউস অন্তত ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত বসবে না।

এদিকে সেনেটও শুক্রবার বিকেলেই সপ্তাহান্তের জন্য অধিবেশন মুলতবি করে সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করেছে। তখন আবারও ভোটে আনা হবে উভয় দলের বিল।

অচলাবস্থার প্রভাব এখন সরাসরি জনগণের ওপর পড়তে শুরু করেছে। ওয়াশিংটনের জাতীয় শিল্পকলা গ্যালারি শনিবার থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে। প্রতিষ্ঠানটির বার্তায় বলা হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এর সব কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। প্রতিবছর প্রায় ৪০ লাখ দর্শক এখানে ভ্রমণ করেন। এর আগে স্মিথসোনিয়ান জানিয়েছিল, তাদের যাদুঘর ও ন্যাশনাল চিড়িয়াখানা অন্তত ১১ অক্টোবর পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে, কারণ গত বছরের বাজেট থেকে কিছু অর্থ অবশিষ্ট রয়েছে।

রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিয়ে ডেমোক্র্যাট নেতারা তীব্র সমালোচনা করছেন।

হাউসের মাইনোরিটি লিডার হাকিম জেফ্রিস বলেছেন, "স্পিকার জনসন ভোট বাতিল করে রিপাবলিকানদের ছুটি বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাড়ছে, নতুন নির্বাচিত প্রতিনিধি অ্যাডেলিতা গ্রিজালভাকে শপথ করানো যাচ্ছে না, এমনকি কুখ্যাত অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের ফাইল প্রকাশও আটকে আছে।"

জেফ্রিস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকেও সমালোচনা করে বলেছেন, "দেশ যখন অচলাবস্থায়, তখন তিনি গলফ খেলছেন এবং ভুয়া ভিডিও ছড়িয়ে পরিস্থিতি নিয়ে ঠাট্টা করছেন। জনগণ এই কৌতুক সহ্য করছে না, কারণ তারা এখন দ্বিগুণ প্রিমিয়াম দিচ্ছে।"

সিনেট ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমারও রিপাবলিকানদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "জনসন ও রিপাবলিকানরা এপস্টেইন ফাইল গোপন রাখতে বেশি আগ্রহী, জনগণের সমস্যার সমাধানে নয়।"

শুক্রবার রিপাবলিকান বিলটি ৫৪-৪৪ ভোটে ব্যর্থ হয়। একমাত্র রিপাবলিকান সিনেটর র‍্যান্ড পল বিপক্ষে ভোট দেন। তিন ডেমোক্র্যাট ও একজন স্বতন্ত্র সিনেটর বিলটির পক্ষে গেলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসেনি। একই দিন ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাবও ৪৬-৫২ ভোটে ব্যর্থ হয়।

ফলে চতুর্থ দিন শেষেও অচলাবস্থা কাটার কোনো লক্ষণ নেই। সেনেট আবার সোমবার বিকেলে বসবে, তবে সমঝোতা না হলে সরকার বন্ধ থাকার সংকট আরও দীর্ঘায়িত হবে।

কুওমো-মামদানীর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর বিভিন্ন গণমাধ্যম ও বিশ্লেষকদের।

এছাড়াও স্টেট গভর্ণর ক্যাথি হোকুল ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মামদানীকে সমর্থন দিলেও ডেমোক্র্যাট শীর্ষ নেতাদের সমর্থন স্পষ্ট না হওয়ায় নানা আলোচনা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কুওমো সমর্থকদের দাবি, অ্যাডামস সরে দাঁড়ানোয় বিরোধী ভোট একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, যা কুওমোর জন্য বড় সুবিধা হতে পারে। অপরদিকে মামদানী সমর্থকদের দাবি, এরিক অ্যাডামসের নির্বাচন থেকে সড়ে দাড়ানোয় তেমন কোন প্রভাব পড়বেনা মামদানীর জয়ে। উল্টো আরো তার ভোট অনেকটাই মামদানীর পক্ষে যাবে।

এদিকে দিন যত ঘনিয়ে আসছে মামদানী ও কুওমো বিভিন্ন সমাবেশ এবং আলোচনায় একেকজন আরেকজনকে বিষদগার করে বক্তব্য দিচ্ছেন। মামদানী ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারে গিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন কুওমো। মামদানীও মুসলিম ভোটারের পাশাপাশি ইহুদি ভোটারদের সমর্থন আদায়ে একাধিক সমাবেশ করেছেন ইহুদি কমিউনিটিতে।

মঙ্গলবার প্রার্থী জোহরান মামদানি ও অ্যান্ড্রু কুওমো একে অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে যান, যেখানে লক্ষ্য ছিল মেয়র এরিক অ্যাডামসের ভোটারদের সমর্থন কেড়ে নেওয়া।

মামদানি, যিনি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে লড়ছেন এবং শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র হতে চান, সেন্ট্রাল পার্ক সাউথে সমর্থকদের ভিড় ও সেলফি তোলার উন্মাদনার মধ্যে কুওমোকে আক্রমণ করে বলেন, "আমি অ্যাডামসের ভোটারদের জন্য লড়ছি, আর কুওমো লড়ছেন অ্যাডামসের দাতাদের জন্য।"

মামদানির অভিযোগ, কুয়োমোর ঘনিষ্ঠ মহল মূলত ধনী ব্যবসায়ী ও তথাকথিত "বিলিয়নিয়ার শ্রেণি", যাদের মধ্যে আছেন ট্রাম্পপন্থী ধনকুবেররাও। তিনি উল্লেখ করেন, কুওমো ট্রাম্প সমর্থক তেল কোম্পানির নির্বাহী জন হেস থেকে ৫ লাখ ডলার এবং গ্রিনল্যান্ড কেনার ট্রাম্পের আগ্রহের অনুপ্রেরণা রোনাল্ড লডার থেকে ৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার পেয়েছেন।

কুওমো পাল্টা জবাবে মামদানিকে "ভণ্ড" আখ্যা দেন। তার দাবি, মামদানির সুপার পিএসি-ও ধনী ও বিতর্কিত দাতাদের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে, এমনকি হামাস সমর্থকদের কাছ থেকেও। কুওমোর ভাষায়,

"সে নোংরা অর্থ নিচ্ছে। তার পিএসি ১ লাখ ডলার নিয়েছে কউন্সিল অন ইসলামিক আমেরিকান রিলেশন্সের ইউনিটি অ্যান্ড জাস্টিস ফান্ড থেকে, যার নেতাই অক্টোবর ৭ হামলার প্রশংসা করেছিলেন।"

কুওমো মঙ্গলবার পুলিশ সদর দফতরের সামনে সমাবেশ করে জানান, তিনি জননিরাপত্তা জোরদার করবেন এবং এনওয়াইপিডিতে কয়েক হাজার নতুন পুলিশ যোগ করবেন। মামদানির পরিকল্পনা হলো বাহিনীর বর্তমান সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা।

কুওমো বলেন, "আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর জননিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। এনওয়াইপিডি এই শহরের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে তার কোনো বোঝাপড়া নেই।"

এদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া মঙ্গলবার একদল নির্বাচিত কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে নভেম্বরের ব্যালটে থাকা ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তাদের অভিযোগ, এসব প্রস্তাব পাশ হলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মতামত উপেক্ষিত হবে।

স্লিওয়ার ভাষায়, "আমি বলি, ব্যালটে থাকা সব চার্টার সংশোধনী প্রশ্নে 'না' ভোট দিন। এটাই শহর বাঁচাবে, উন্নত করবে ধ্বংস করবে না।"

এর আগে সিটি কাউন্সিল এসব প্রস্তাব ব্যালট থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়রাল দৌড়ে এরিক অ্যাডামস সরে দাঁড়ানোর পর সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো নতুন করে জোর পাচ্ছেন। মাত্র দুই দিনেই তিনি সংগ্রহ করেছেন ৪ লাখ ডলারের বেশি তহবিল।

ক্যাম্পেইন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অ্যাডামসের ঘোষণার পর থেকেই দাতাদের আগ্রহ বেড়েছে এবং অর্থ সংগ্রহের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। কুওমো এখন এই অর্থ দিয়ে প্রচারণা জোরদার করতে চাইছেন, বিশেষত মামদানির বিপক্ষে তীব্র আক্রমণাত্মক কৌশল চালিয়ে যেতে।

এদিকে গত সপ্তাহে একাধিক জরীপে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি বেশ এগিয়ে গেছেন। সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিউয়ার পেছনে পড়েছেন।

প্রেডিকশন মার্কেট পলিমার্কেটের তথ্যানুযায়ী, মেয়রাল নির্বাচনের জরীপে মামদানি বর্তমানে সর্বোচ্চ ৮৯.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কুওমোর সম্ভাবনা ৯.৫ শতাংশ, আর স্লিউয়ারের সম্ভাবনা এক শতাংশের কম।

সাম্প্রতিক আরেক ভোট জরিপও মামদানির এগিয়ে থাকার আভাস দিচ্ছে। সাফলক ইউনিভার্সিটির সেপ্টেম্বর শেষের জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ মামদানির পক্ষে, যা কুওমোর ২৫ শতাংশের চেয়ে ২০ পয়েন্ট এগিয়ে। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী, যেমন স্লিউয়া এক অঙ্কের মধ্যেই থেমে রয়েছেন। অ্যাডামস নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় কুওমোর পক্ষে বিরোধী ভোট একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটি দাবি করা হয়েছে ওই জরীপে

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রবার্ট শাপিরোর মতে, "স্লিউয়ার যদি নির্বাচনে না থাকেন, তার ভোটাররা মামদানিকে হারাতে কুওমোর পাশে দাঁড়াতে চাইবেন। মামদানি সমাজতান্ত্রিক নীতি সমর্থন করছেন, যা স্লিউয়ারের আইন-শৃঙ্খলা সমর্থকদের সঙ্গে একেবারেই বিরোধপূর্ণ।"

মামদানি সম্প্রতি এক বার্তায় বলেছেন, "প্রতি দিন ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন হুমকি দিচ্ছেন আমেরিকার শহরগুলোর বিরুদ্ধে। আমরা তার ভয় দেখানোর চেষ্টা মোকাবিলা করতে পারি এবং জিততে পারি। মেয়র হিসেবে, আমি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অংশীদারদের সঙ্গে প্রতিদিন কাজ করব নিউইয়র্ক সিটি সুরক্ষিত রাখতে।"

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিতে ট্রাম্পের আদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর ২০টি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে মামলায় যুক্ত ছিলেন, আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "প্রথম সার্কিট আদালত আবারও প্রমাণ করেছে, জন্মগত নাগরিকত্বের ওপর প্রেসিডেন্টের আঘাত সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ধরনের বিধিনিষেধ ঠেকাতে জাতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞাই একমাত্র সমাধান।"

একই দিনে আরেকটি আপিল আদালতও কয়েকটি সংগঠনের পক্ষে রায় দেয়, যারা এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। মামলাকারীদের মধ্যে ছিল নিউ হ্যাম্পশায়ার ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিটি সাপোর্ট ও লিগ অব ইউনাইটেড লাতিন আমেরিকান সিটিজেনস। এদের পক্ষে আইনগত সহায়তা দিয়েছে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ACLU)। নিউ হ্যাম্পশায়ার GCLU–i সিনিয়র অ্যাটর্নি স্যাংইয়োব কিম বলেন, "সংবিধান একেবারেই পরিষ্কার এই দেশে জন্ম নেওয়া কেউ নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য কি না, তা কোনো রাজনীতিক ঠিক করতে পারেন না।"

তবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগেইল জ্যাকসন এক বিবৃতিতে বলেন, "আদালত চতুর্দশ সংশোধনী ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টে ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।"

এর আগে জুলাই মাসে বোস্টনের জেলা আদালতের বিচারক লিও সোরোকিন জাতীয় পর্যায়ে এই আদেশ স্থগিত করেন। পরে মেরিল্যান্ড ও নিউ হ্যাম্পশায়ারের ফেডারেল বিচারকরাও একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক এক আপিল আদালত রাজ্যগুলোর মামলায় আরেকটি নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে।

সব মামলার কেন্দ্রবিন্দু হলো সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী, যেখানে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া বা নাগরিকত্বপ্রাপ্ত সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক।

আইনি লড়াই দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে আগামী গ্রীষ্মেই জন্মগত নাগরিকত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত রায় আসতে পারে।

সিটির স্কুল বাস কমিশনের চেয়ার হলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর হক দীর্ঘদিন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সুনামের সঙ্গে কাজ করে সম্প্রতি লেফটেন্যান্ট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। পেশাগত জীবনে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া এই প্রবাসী বাংলাদেশি এখন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন জনসংগঠন ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমে।

কমিশনের কার্যক্রম শুরু হবে শিক্ষা বিভাগ (ডিওই) এবং এডুকেশনাল পলিসি প্যানেলকে সুস্পষ্ট সুপারিশ দেওয়ার মাধ্যমে। অভিভাবক, শিক্ষক, বাস কোম্পানি, ইউনিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে একটি কার্যকর ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য।

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘা ইউনিয়নের সন্তান শামসুল হক শৈশবে পরিবারের সঙ্গে আমেরিকায় অভিবাসী হন। তিনি নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী এই শিক্ষানুরাগী দুই সন্তানের অভিভাবক। শিক্ষা ও কমিউনিটিভিত্তিক কাজে তাঁর দীর্ঘ সম্পৃক্ততা এবং অভিভাবক হিসেবে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে কমিশনের নেতৃত্বে বিশেষভাবে যোগ্য করে তুলেছে।

শামসুল হক বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ, সময়মতো এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন নিশ্চিত করা।" পরে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি আরও লেখেন–"বন্ধুরা, আমাকে নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বাস ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ কমিশনের চেয়ার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমি কমিশনের সহকর্মী সদস্য, শিক্ষা বিভাগ, অভিভাবক, বাস কোম্পানি, ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করব। আমাদের কাজ শেষে আমরা এডুকেশনাল পলিসি প্যানেলের কাছে সুপারিশ জমা দেব। আপনাদের মতামত ও পরামর্শ আমার জন্য ভীষণ মূল্যবান হবে।"

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য এই দায়িত্ব এক গর্বের বিষয়। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা শুধু অভিভাবক বা শিক্ষকদের নয়, পুরো সমাজেরই দাবি। শামসুল হকের নেতৃত্বে এই কমিশনের কাজ সফল হলে নিউইয়র্ক সিটির অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এক নতুন স্বস্তির অভিজ্ঞতা লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পোর্টল্যান্ডে সেনা মোতায়েন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফেডারেল বিচারক। রাজ্য এবং শহরের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে শনিবার এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক কারিন ইমারগুট মামলার পরবর্তী শুনানির আগ পর্যন্ত এই আদেশ জারি করেছেন। তিনি বলেন, 'শহরে সম্প্রতি যে তুলনামূলকভাবে ছোট বিক্ষোভগুলো হয়েছে, তা ফেডারেল বাহিনী মোতায়েনের জন্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয় এবং মোতায়েনের অনুমতি দিলে ওরেগনের রাজ্য সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।'

ইমারগুট লিখেছেন, 'এই দেশে সরকারী আধিপত্যের অতিরিক্ত প্রয়োগ, বিশেষ করে সিভিল কাজে সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রতিরোধের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আছে।'

তিনি আরও যোগ করেছেন,'এই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য একটি সহজ সত্যে ফিরিয়ে আনে: এটি একটি সংবিধানগত দেশের রাষ্ট্র, সামরিক শাসনের দেশ নয়।'

রাজ্য ও শহরের কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে মোতায়েন রোধে মামলা দায়ের করেন। এটি ঘটে ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষণার একদিন পর যে, পোর্টল্যান্ডের ২০০ জন ন্যাশনাল গার্ডকে ফেডারেলাইজ করে ফেডারেল ভবন রক্ষার জন্য পাঠানো হবে। প্রেসিডেন্ট শহরটিকে 'যুদ্ধবিধ্বস্ত' আখ্যা দিয়েছিলেন।

তবে ওরেগন কর্মকর্তারা এই বর্ণনাকে হাস্যকর বলে উল্লেখ করেছেন। শহরের ইউ.এস. ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) ভবনটি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাতের বেলা বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যেখানে সাধারণত কয়েকজন মানুষ অংশ নিতেন।

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা চান সিইসি

গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসির সংলাপ চলছে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে টেলিভিশিন, পত্রিকা, অনলাইন গণমাধ্যমের সম্পাদক, প্রধান বার্তা সম্পাদক, সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বাংলাদেশ সময় সোমবার সকালে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ সংলাপ শুরু হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনসহ চার নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত রয়েছেন।

ভোটের পথে নিজেদের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে সিইসি জানান, অংশীজনের আলোচনার শেষ পযায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা হবে। সংস্কার কমিশন অনেক কাজ এগিয়ে নেওয়ায় হালকা বোধ করছে ইসি। তিনি বলেন, 'জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। এ সংলাপ কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, মূল্যবান পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। আপনাদের পরামর্শ মূল্যায়ন করতে চাই। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে আপনাদের সহযোগিতা চাই।'

এএএম নাসির উদ্দিন বলেন, ইসির একার পক্ষে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সম্ভব নয়। গণমাধ্যমসহ আইন শৃঙ্খলা, দল, প্রার্থী, ভোটার, জনগণলসহ সবার সহায়তা লাগবে। অপতথ্য, মিথ্য তথ্য রোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা লাগবে।

গত ববছরের নভেম্বরে দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করেন তিনি বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার অনেকগুলো কাজ করেছি। বিশেষ করে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শেষ হয়েছে। নারীরা ভোটের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছি।

সিইসি জানান, এ কাজে ২১ লাখের বেশি মৃত ভোটারের নাম কর্তন করা হয়েছে। বাদ পড়া ৪৩ লাখেরও বেশি ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। মহিলা ভোটারদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, পুরুষ ও নারী ভোটারের ব্যবধান ছিল ৩০ লাখের মতো। এ ব্যবধান কমে ১৮ লাখে নেমেছে।

তিনি জানান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট ভোটিং ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এটা সংকর জাতীয় ব্যবস্থা বলা যায়। আইন শৃঙ্খলা, ভোটের দায়িত্বে থাকা, সরকারি কর্মকর্তা ও আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের পোস্টাল ব্যালটের আওতায় এনে ভোট নেওয়ার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সিইসি বলেন, আমাদের লুকানোর কিছু নেই। দেশ ও বিশ্বকে দেখাতে চাই স্বচ্ছ নির্বাচন। স্বচ্ছভাবে আয়নার মতো পরিষ্কার করে নির্বাচনটা করতে চাই। আমাদের সাফ কথা, গণমাধ্যমের সহযোগিতা লাগবে। স্বচ্ছ পদ্ধতিতে কাজটা সারতে চাই। ভোটারদের জন্য কিছুদিনের মধ্যে সচেতনতা প্রোগ্রাম শুরু করব।

সকালে সংলাপে টেলিভিশনের প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন- একাত্তর টিভির হেড অব নিউজ ও সিইও শফিক আহমেদ, বৈশাখী টিভির বার্তা প্রধান জিয়াউল কবীর সুমন, যমুনা টিভির তৌহিদুল ইসলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির মোস্তফা আকমল গোলাবাল টিভির ফেরদৌস মামুন, চ্যানেল আই-এর জাহিদ নেওয়াজ খান, ডিবিসি'র লোটন একরাম, এটিএন নিউজের শহীদুল আজম, গ্রীন টিভির মাহমুদ হাসান, জিটিভির গাউছুল আজম বিপু, দীপ্ত টিভির এসএম আকাশ, সময় টিভির জহুরুল ইসলাম জনি, নিউজ টোয়েন্টিফোরের শরিফুল ইসলাম খান, মাছরাঙ্গা টিভির নিয়াজ মোর্শেদ, আনন্দ টিভির জয়নাল আবেদীন, এটিএন বাংলার ইকরামুল হক সায়েম, বিটিভির মনির ইসলাম উপস্থিত রয়েছেন।

জুলাই সনদ

১০৬ অনুচ্ছেদ থেকে সরে এসেছে বিএনপি, নির্বাচনের দিনে গণভোটে রাজি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনের দিনে গণভোটে রাজি হয়েছে বিএনপি। দলটি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণের প্রস্তাব থেকেও সরে এসেছে।

রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের সংলাপের পর বিএনপির বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জুলাই সনদের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় একটা ফাইনাল স্টেজে আমরা আছি। মোটা দাগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে মনে হয় আমরা এগোতে পেরেছি।

এর আগে সংলাপে সালাহউদ্দিন আহমেদ মতামত দেন, সংবিধানে হাত না দিয়ে 'জুলাই সনদ বাস্তবায়ন অধ্যাদেশ' জারি করে নির্বাচন কমিশনকে গণভোট আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব। কারণ, সংবিধানে বলা নেই, জাতীয় ইস্যুতে গণভোট করা যাবে না। গণভোটে আগামী সংসদ সংবিধানের মৌলিক সংস্কারের তথা কন্সটিটুয়েন্ট ক্ষমতা (সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষমতা) পাবে। গণভোটে জুলাই সনদ জনগণের অনুমোদন করলে, তা বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে আগামী নির্বাচনে গঠিত সংসদ। সেখানে সাংবিধানিক সংস্কারের পর আরেকটি গণভোট হবে ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।

> ...গণভোট হলে সংবিধান আদেশ জারি বা ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতের মতামত গ্রহণ জরুরি নয়। তিনি বলেন, গণভোট তথা জনগণের সার্বভৌম মতামতে জুলাই সনদ গৃহীত হলে, তা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ হবে না। নির্বাচনের দিনে গণভোট হলে, আগামী সংসদ সাধারণ সংসদের মত হবে না...

এর প্রস্তাবে প্রশ্ন তুলে জামায়াতের প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, জুলাই সনদে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার রয়েছে। ১৪২ অনুচ্ছেদ স্পর্শ না করে কীভাবে গণভোটে সংস্কার করা হবে?

জবাবে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, গণভোটে সংবিধান সংস্কার হবে না। বরং সংস্কারের প্রস্তাবগুলো আগামী সংসদে বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যবাধকতা তৈরি করবে।

সালাহউদ্দিন আহমদ এর আগে বলেন, গণভোট হলে সংবিধান আদেশ জারি বা ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতের মতামত গ্রহণ জরুরি নয়। তিনি বলেন, গণভোট তথা জনগণের সার্বভৌম মতামতে জুলাই সনদ গৃহীত হলে, তা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ হবে না। নির্বাচনের দিনে গণভোট হলে, আগামী সংসদ সাধারণ সংসদের মত হবে না। সংসদ নিজের মত নয়, সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করবে। আগামী সংসদ অন্তর্বর্তী সরকারের সকল কাজের বৈধতা দেবে সংবিধানের চতুর্থ তপশিলে।

গণভোটের প্রস্তাব প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন সংলাপের পর ব্রিফিংয়ে বলেন, রাজনৈতিক দল সমগ্র জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করি কিনা– এ প্রশ্ন রয়েছে। তাই জনগণের সম্মতি নিতে, গণভোট একটা চূড়ান্ত অভিমত। গণভোটে যে জনরায় আসবে, তা সার্বভৌম ক্ষমতার রায়। সকল সংসদ সদস্যগণ তা মানতে বাধ্য হবেন।

আগামী সংসদে জুলাই সনদের বিরোধী এমপিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তবে কি তারা গণরায় মানতে বাধ্য থাকবে- সাংবাদিকদের প্রশ্নে সালাহউদ্দিন বলেন, জনরায় চূড়ান্ত।

গণভোট দিয়ে আগামী সংসদকে জুলাই সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারে বাধ্যবাধকতা দেওয়া যায় কী না- প্রশ্নে সালাহউদ্দিন বলেন, সংসদ সবসময় সার্বভৌম। তবে গণভোটের রায়কে উপেক্ষা করা যায় না।

নোট অব ডিসেন্ট থাকা সংস্কারের বিষয়ে কী হবে- প্রশ্নে সালাহউদ্দিন বলেন, জুলাই সনদ প্রণীত হবে, স্বাক্ষরিত হবে, অঙ্গীকারনামায় সবাই সই করবে। জনগণ জানবে জুলাই সনদে কি আছে। যারা ম্যান্ডেট পাবে, তারা তাদের নোট অব ডিসেন্ট অনুসারে যেতে পারবে।

সংবিধান আদেশের নির্বাচনের আগে সাংবিধানিক সংস্কার কার্যকরে আপত্তি কেন- প্রশ্নে সালাহউদ্দিন বলে, সংসদ ছাড়া আর কি ফোরাম আছে? যদি আপনারা বলে দিতেন।

দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস সমাজকে অস্থির করেছে: জামায়াত আমির



জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। *ফাইল ছবি*

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আল্লাহর ওহির বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে অবক্ষয় ও অশান্তি। সমাজ অপরাধ ও অপরাধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থ পাচার, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সমাজকে অস্থির করে তুলেছে। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা থাকলেও সমাজে আল্লাহর হুকুমের বাস্তবায়ন না থাকায় এসব পুরোপুরি কাজে আসছে না।

গত শনিবার রাতে ঢাকা-১৫ সংসদীয় আসনের কাফরুল থানা জামায়াতের সুধি সমাবেশে এসব কথা বলেন শফিকুর রহমান। তিনি এ সংসদীয় আসনে জামায়াতের প্রার্থী হবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, স্বৈরাচারের ধ্বংস করা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কার্যকর সংস্কার এবং গণহত্যাকারীদের বিচার দৃশ্যমান করে নির্বাচন আয়োজন অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার নির্বাচনে বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চায়। কিন্তু তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না জনগণ।

> ... সমাজ অপরাধ ও অপরাধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থ পাচার, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সমাজকে অস্থির করে তুলেছে। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা থাকলেও সমাজে আল্লাহর হুকুমের বাস্তবায়ন না থাকায় এসব পুরোপুরি কাজে আসছে না...

সুইস রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

রাজধানীর বসুন্ধরা কার্যালয়ে গিয়ে জামায়াত আমিরের সঙ্গে গতকাল রোববার সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি। জামায়াতের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ডের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিশেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কূটনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে সুইস দূতাবাসের কাউন্সিলর আলবের্তো জিওভানেত্তি উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান।





সাইফুজ্জামান চৌধুরীর চট্টগ্রামের ৬ ফ্ল্যাট, মার্কেট ও ভবন ক্রোকের আদেশ

তাদের মালিকানাধীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পদও ক্রোক করার আদেশ দিয়েছে আদালত।

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ৭ কোটি ৪২ লাখ সাড়ে ৬২ হাজার টাকার ছয়টি ফ্ল্যাট ক্রোক করার আদেশ দিয়েছে আদালত।

সেই সঙ্গে সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী রুকমীলা জামান, ভাই-বোনের নামে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের একটি মার্কেট, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার একটি ভবনও ক্রোক করতে বলা হয়েছে।

তাদের মালিকানাধীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পদও ক্রোক করার আদেশ দিয়েছে আদালত।

দুদকের আবেদনে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ রোববার এই আদেশ দেন বলে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম জানিয়েছেন।

যেসব সম্পদ জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হল-কালুরঘাট শিল্প এলাকার আরামিট পিএলসি এবং এর অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি, আরামিট সিমেন্ট লিমিটেডের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি, আরামিট থাই অ্যালুমিনিয়াম এবং এর অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি, আরামিট ফুটওয়্যার লিমিটেডের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি, আরামিট পাওয়ার লিমিটেডের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি, আরামিট স্টিল পাইপস লিমিটেড এবং এর অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি, আরামিট অ্যালুকম্পোজিট প্যানেলশ লিমিটেডের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি।

দুদকের পক্ষে এসব সম্পদ ক্রোকের আবেদন করেন সংস্থার উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান।

আবেদনে ২৩-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সেফ এক্সিট খুঁজতে উপদেষ্টাদের কষ্ট করতে হবে না : রুমিন ফারহানা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন না হলে প্রধান উপদেষ্টা চলে যাবেন এবং অনেক উপদেষ্টা বিদেশে চলে যাবেন। ফলে দেশ গভীর অনিশ্চয়তায় পড়বে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ আবারও রাজপথে সক্রিয় হয়ে উঠছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রুমিন ফারহানা একটি টেলিভিশন টকশোতে অংশ নিয়ে এ সব কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির পর তিনি আর থাকতে চান না। ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো যদি নির্বাচনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছাতে পারে, তাহলে তিনি চলে যাবেন।

তিনি এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলামের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলেন, উপদেষ্টারা অনেকেই নিরাপদ প্রস্থানের পথ খুঁজছেন। আমার মনে হয়, তাদের খুব কষ্ট করতে হবে না। কারণ বেশিরভাগ উপদেষ্টার দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে। তারা স্বভাবতই দেশের বাইরে, বিশেষ করে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ফিরে যেতে পারবেন।

রুমিন ফারহানা আরও বলেন, সব তথ্য সাদাচোখে দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়, ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন না হলে বাংলাদেশ গভীর অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক তৎপরতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের মিছিল আগের চেয়ে ঘন ঘন ও বড় হচ্ছে।



রুমিন ফারহানা *ছবি: সংগৃহীত*

ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে তাদের মিছিল দেখা যাচ্ছে। শুরুতে তাদের মধ্যে হতবিহ্বল ভাব ছিল, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের ধারাবাহিক ব্যর্থতা তাদের আবারও রাজনীতিতে ফিরে আসার সাহস জুগিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার সদ্য দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করে রুমিন ফারহানা বলেন, তিনি কিছু বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রেখেছেন। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, তাদের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। তারা নির্বাচনে অংশ নেবে কি না, সেটা নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের 'অনুবাদজনিত সমস্যা' সংক্রান্ত বক্তব্য প্রসঙ্গে রুমিন ফারহানা তির্যক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরা যখন কোন কিছু এড়াতে চান, তখন তারা হঠাৎ করেই 'রাজনৈতিক অসুস্থতায়' আক্রান্ত হন। আপনি যদি কোন সমাবেশে যেতে না চান, তাহলে বলবেন আপনি অসুস্থ। এটাই রাজনৈতিক অসুস্থতা। এমন অজুহাত আসতে পারে, কিন্তু আমার ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি।

শান্তির জন্য 'প্রস্তুত হামাস', গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে বললেন ট্রাম্প

ট্রাম্পের এমন নির্দেশনার পরও গাজায় ইসরায়েল বোমাবর্ষণ করেছে বলে জানা গেছে।

নিউজ ডেস্ক: ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস গাজা যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাবের কিছু শর্ত মানতে ও জিম্মিদের মুক্তি দিতে রাজি হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলকে তাৎক্ষণিকভাবে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে বলেছেন।

শুক্রবার ট্রাম্পের এমন নির্দেশনার পরও গাজায় ইসরায়েল বোমাবর্ষণ করেছে বলে জানা গেছে। হামাস কিছু শর্ত মানতে রাজি হলেও তাদের আত্মসমর্পণের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় মার্কিন পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

হামাসের প্রতিক্রিয়ার পর ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে তারা ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার প্রথম পর্ব 'শিগগির বাস্তবায়নে' প্রস্তুত।

এরপর ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটির রাজনৈতিক মহলও সামরিক বাহিনীকে গাজায় অভিযানের তীব্রতা কমিয়ে আনার নির্দেশ দেয় বলে ইসরায়েলি সংবাধমাধ্যমের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ট্রাম্প এর আগে তার ২০ দফা পরিকল্পনা নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে হামাসকে রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন, তার কিছুক্ষণ পরই ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটি তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনায় গাজায় দ্রুত যুদ্ধবিরতি, ইসরায়েলের হাতে বন্দি ফিলিস্তিনিদের বদলে হামাসের কাছে থাকা সব জিম্মির মুক্তি, গাজা থেকে ধাপে ধাপে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার, হামাসের অস্ত্র সমর্পণ এবং একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অন্তর্বর্তীকালীন এক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় হামাস জানিয়েছে, তারা গাজায় যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বন্ধ, বন্দি বিনিময় ও ত্রাণ ঢোকাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের পাশাপাশি আরব, ইসলামিক দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

"প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাবে থাকা বন্দি বিনিময়ের যে ফর্মুলা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বন্দি বিনিময়ের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের প্রয়োজনীয় শর্ত বাস্তবায়নসহ জীবিত-মৃত সব বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে," বলেছে সশস্ত্র এ গোষ্ঠীটি।

"এই প্রেক্ষিতে (হামাস) আন্দোলন পুরো প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করতে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে শিগগির বসার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকার কথাও জানাচ্ছে," বলেছে তারা।

ফিলিস্তিনি এ স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটি আরও বলেছে, ফিলিস্তিনিদের ঐকমত্য এবং আরব ও ইসলামিক দেশগুলোর সমর্থনের ভিত্তিতে তারা গাজা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণভার স্বতন্ত্রদের (টেকনোক্র্যাট) দিয়ে বানানো একটি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরে প্রস্তুত।

গাজায় হামাস আর কোনো ধরনের রাজনৈতিক চর্চা করতে পারবে না, ট্রাম্পের এমন শর্তের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু না বলে তারা জানিয়েছে, গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কোনো আলোচনা হলে সেখানে তাদের 'রাখা এবং কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত'।

হামাস এর আগেও সব জিম্মিকে মুক্তি এবং গাজার নিয়ন্ত্রণভার অন্যের হাতে ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।

ট্রাম্পের পরিকল্পনার ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়ার কপি রয়টার্স দেখেছে। সেখানে হামাসের নিরস্ত্রীকরণ ও গাজাকে পুরোপুরি অসামরিক অঞ্চলে পরিণত করার প্রস্তাব নিয়ে স্পষ্ট কোনো জবাব নেই বলেই জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় হামাসের আত্মসমর্পণের ওপর জোর দিয়ে এলেও অতীতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এ গোষ্ঠীটি বলেছিল, আর যাই ঘটুক না কেন, তারা অস্ত্র সমর্পণ করবে না।

তারা গাজা থেকে ধাপে ধাপে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারেরও বিরোধিতা করে আসছে। তারা চাইছে যত দ্রুত সম্ভব সব ইসরায়েলি সেনা যেন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডটি ছাড়ে, এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণ প্রবেশের সুযোগ উন্মুক্ত হয়।

হামাসের এ প্রতিক্রিয়ার পরপরই ট্রাম্প বলেন, হামাস দেখিয়েছে তারা দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য প্রস্তুত, এখন বল নেতানিয়াহু সরকারের কোর্টে।

"ইসরায়েলকে অবশ্যই অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে, যাতে আমরা জিম্মিদের নিরাপদে ও দ্রুত মুক্ত করতে পারি। আমরা এরই মধ্যে বিস্তারিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনায় ঢুকেছি। এটি কেবল গাজা-সংক্রান্ত বিষয় নয়, বহুল প্রতীক্ষিত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে," বলেছেন তিনি।

কিন্তু ট্রাম্পের এ বার্তার পরও ইসরায়েলি ট্যাংকগুলো গাজা সিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তালাতানি সড়কজুড়ে সমানে গোলাবর্ষণ করেছে বলে জানিয়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা।

হামাসের বিবৃতির পর গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণের তীব্রতা বেড়েছে, রেমাল এলাকায় একাধিক বাড়িতে বোমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

খান ইউনিসে হামলা হলেও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, বলেছেন গাজার বাসিন্দারা।

এদিকে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, তারা ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা নিয়ে মধ্যস্থতাকারী মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয়ের কাজ শুরু করেছেন।



হামাস কিছু শর্ত মানতে রাজি হলেও তাদের আত্মসমর্পণের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় মার্কিন পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। *ছবি: রয়টার্স*

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

গোল্ড কার্ড

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'গোল্ডকার্ড' প্রোগ্রাম প্রবর্তনে নির্বাহী আদেশে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সই করেছেন। এই কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্র বিদেশি নাগরিকদের গ্রিনকার্ড দেবে তবে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান দিতে হবে। এই অনুদানের পরিমাণ কোন ব্যক্তির জন্য ১ মিলিয়ন ডলার এবং করপোরেশনের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার। এই অনুদান যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য এবং শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে।

এই নির্বাহী আদেশের অধীনে সেক্রেটারি অব স্টেট এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'র সেক্রেটারী'র সমন্বয়ে সেক্রেটারি অব কমার্স নজরদারি করবেন। এই কর্মসূচিতে ব্যক্তিগত ১ মিলিয়ন ডলার এবং করপোরেশনের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিলে বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তি ত্বরান্বিত হবে।

কমার্স সেক্রেটারি হাওয়ার্ড লুটনিক আভাস দিয়েছেন যে, এই কর্মসূচি ইবি-১ এবং ইবি-২ এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেস দ্বারা আইনও প্রয়োজন হবে। কেননা, এই দুই ভিসা ক্যাটাগরি ইমিগ্রেশন এ্যান্ড ন্যাশনালিটি এ্যাক্টের অধীনে ফেডারেল সংবিধিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত।

প্রস্তাবিত 'প্লাটিনাম কার্ড'

গোল্ডকার্ড কর্মসূচির অতিরিক্ত, ট্রাম্প ৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি 'প্লাটিনাম কার্ড' পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছেন। উচ্চতর পদ্ধতি কর্মসূচির অতিরিক্ত সুবিধার মধ্যে রয়েছে– যদি কেউ বছরে ২৭০ দিনের অধিক সবায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে তবে গ্রিনকার্ডধারীদের নন-ইউএস আয়ের কর থেকে মওকুফ পাবেন। তবে কমার্স সেক্রেটারি লটনিক জানিয়েছেন, প্লাটিনাম কার্ড বাস্তবায়নে কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।



কখন এই কর্মসূচি চাল হবে এবং তার প্রক্রিয়া কী হবে?

নির্বাহী আদেশে ক্যাবিনেট সেক্রেটারিদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে– আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরন, ফিস প্রায় অন্যান্য ভিসা ক্যাটাগরির সম্ভাবনাময় সম্প্রসারণের কাজ শুরু করতে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে এর বাস্তবায়নের সময় এবং বিস্তারিত আর কী কী প্রয়োজন তা এখনও ঘোষণা করা হয় নাই।

গোল্ডকার্ড কর্মসূজি প্রচলিত পার্মান্টে রেসিডেন্ট বা এমপ্লয়মেন্ট অথবা ইনভেস্টমেন্ট প্রক্রিয়ার বাইরে ধনী বিদেশি নাগরিকদের জন্য একটি নতুন দুয়ার খুলে দেবে। এটা ধনী বিদেশিদের জন্য ফেডারেল সরকারের তরফ থেকে একটি উপহার।

ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি আবেদনের জন্য নতুন ১ লাখ ডলার ফিস ঘোষণা করেছেন

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এইচ-১বি ভিসার আবেদন ফিস ১ লাখ ডলারের একটি প্রক্লেমেশনে সই করেছেন। ঘোষণাটি গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন নীতিমালায় লেবার ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের বর্তমান মুজুরি বৃদ্ধির। যাতে এইচ-১বি শ্রমিকদের ইউএস শ্রমিকদের তুলনায় বেতন কম না হয়। এই মজুরি বৃদ্ধির ফলে তারা যেন এদেশে প্রযুক্তি, প্রকৌশলী ও স্বাস্থ্য পরিবেষ খাতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ইউএস শ্রমিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে সতর্ক করে বলেছে, ১ লাখ ডলার ভিসা ফিস যারা এইচ-১বি ভিসার জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর আগে আবেদন জানিয়েছেন এবং যারা বর্তমানে ভিসা ইস্যুর বা ইউএসএ'তে প্রবেশ করার অপেক্ষায় রয়েছে।

কারা এই ফি'তে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে? কারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে।

অক্টোবর ২০২৫ ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) অক্টোবর ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যকশন ডেট' বলতে সেই ডেটকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ নির্ধারিত হয় এর পূর্বে।

অক্টোবর ২০২৫'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে অল্প কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস :

প্রথম: (এফ ১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : নভেম্বর ০৮, ২০১৬।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ ২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং সন্তান ঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী) ঃ নভেম্বর ২২, ২০১৬।

তৃতীয় ঃ (এফ ৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ সেপ্টেম্বর ০৮, ২০১১।

চতুর্থ ঃ (এফ ৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ জানুয়ারি ০৮ ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সাধারণত আমরা যে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে– ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করলে তার ফলে কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে দ্রুত এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

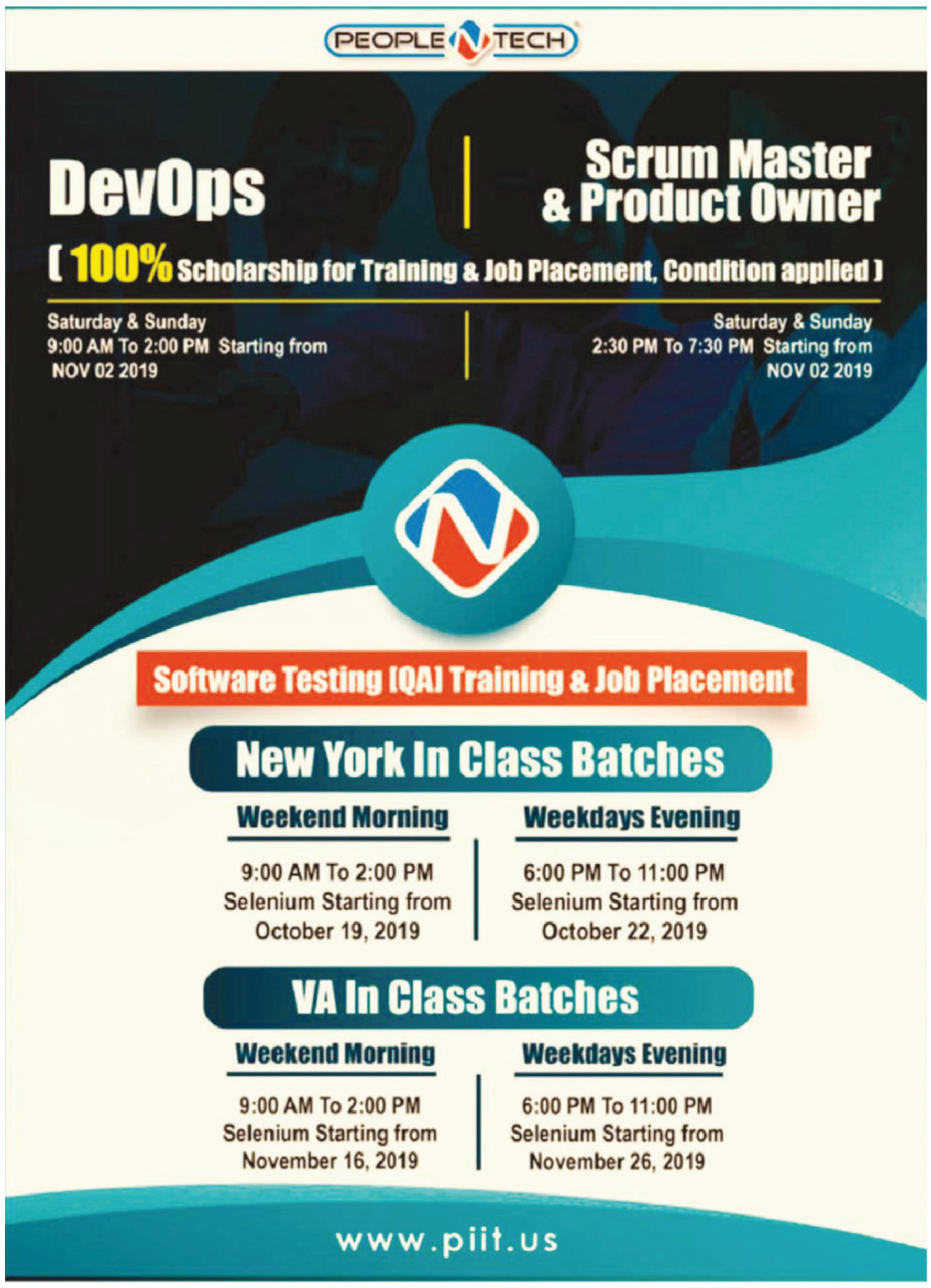
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

মায়ামন্ত্র
জহুরুল ইসলাম

কিছু কথা থাক-
যে কথা আদিম অরণ্যে ঘোরে,
নির্জণতম পথে হাঁটে একাকী;
গুহার শব্দের মতো ফিরে ফিরে কানে বাজে।
সে কথা অলৌকিক মায়ার বাঁধনে আঁটা।

কথা মন্ত্র- ছুঁড়েছে কেউ নিঃশব্দে-
চূড়ান্তে এসে ঝর্ণার মতো ঝরে।
গৌর লাবণ্যে নিমগ্ন পৃথিবীর প্রাণ।

কথারও ছবি আছে- রং আর জাদু,
একটা গহ্বরে লুকিয়ে থাকে সব।
কথা হাঁটে লাবণ্য রজনী পথে-ভাবরথে-
মায়াময় জগতে অবিরাম-

আমি নই আপনারাই দায়ী
হাবিব ফয়েজি

আমার কলম থেকে একটি শব্দও বের হয় নি কবি খ্যাতির জন্য

বলতে গেলে সাহিত্য কাননে আমি এক নবাগত শব্দচাষি
একটি গাছও লাগাতে পারি নি হয়তো,
এখনও মাটি খুঁড়াখুঁড়িতেই রয়ে গেছি...

আত্মমগ্নতা কিংবা খেয়ালের বসে বের হয়ে আসা
কিছু অগোছালো শব্দমালাকে কবিতা আখ্যা দিয়ে
আপনারাই আমাকে কবি করে তুললেন
আর এজন্য আপনারাই দায়ী, প্রিয় পাঠক মহোদয়
বলতে পারি আপনাদের কাছে এ আমার ভালোবাসার ঋণ...

অথচ এই আমি অতি সাধারণ আপনাদেরই একজন,
নিছক পাঠক হতে চেয়েছিলাম
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাঠ করতাম মূল্যবান যত লেখা, কিংবা
নীরবে পিছনের সারিতে বসে থাকতাম

কাব্যজলসা অথবা সাহিত্য আড্ডায়
সামনে-পিছনে কারো কোনও অভিযোগ ছিল না
নির্ঝঞ্ঝাট আর ভালো সময় ছিল আমার
সকলের প্রিয়ভাজন আর ভালোবাসাস্নাত ছিলাম

এখন আপনারাই টেনে নিয়ে যান সামনের সারি অথবা মঞ্চে
আর কেউকেউ অযাচিত বলাবলি করেন পিছনে
কিন্তু আমার কী করার আছে বলুন
বিবেককে তো আর জলাঞ্জলি দিতে পারি না

আমার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ব
আমাকে বারবার খোঁচা দিতে থাকে
আর সেই থেকে এই কলরব, এই বিদ্রোহ

কেননা আমি তো বিদ্রোহী নজরুলের উত্তরাধিকারী একজন...

প্রিয় স্বদেশ তোমার রক্তাক্ত লাশ
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

প্রিয় স্বদেশ তোমার রক্তাক্ত লাশ ভাসিয়ে
দিলাম বেহুলার ভেলায় ঘাতকদের নাম
লেখা কাগজ বোতলে ইসরাফিলের শিঙা

ফোঁকা পর্যন্ত তুমি ভাসতে থাকো গহীন
সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখা দিও পাড়ে পাড়ে
বোতলের কাগজের নামগুলো দেখে সবাই

উন্মুক্ত ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়ে আবার বোতলে
পুরে দিও এভাবে ঘৃণার জলোচ্ছ্বাসে ঘূর্ণাবর্তে
এইসব বিশ্বাসহন্তী ঘৃণিত হোক শেষদিন পর্যন্ত

একাত্তরের কিশোর আকাশে বোমারু বিমান
নীচে কলকলানো স্বচ্ছ দীঘি দেখেছিলো
দীঘির জল ঘোলা হলে ভেবেছিলো অচিরেই

বৃষ্টিপাতে রোদে আবার সেই জল স্বচ্ছ হবে
এখন সেই আশায় মাটি ও মানুষভুকের
আগ্রাসন তাদের পরিবার পরিজনের শিশু

ঘাতকের হাত থেকে সতত রক্তপাত
কিশোর যুবক যুবতী সকলের অধঃপতনে
হে স্বদেশ তোমার প্রতিরোধ ভেস্তে গিয়েছে।

আয়না
বিমল গুহ

একবার আয়নার সম্মুখে দাঁড়াও, দেখো
কতটা আত্মপ্রসাদে মগ্ন তোমার কল্পিত অবয়ব;
এভাবে কি হয়-
সমাজ-সভ্যতা কি এভাবে এগোয়?
সাহসে দাঁড়াও একবার মুখোমুখি তোমার আয়নায়
দেখো, কত গ্লানিকর ছায়া ওই মুখমণ্ডলে
কপালের ভাঁজে কত অসম চিহ্ন-আঁকা চোখ!
একবার দেখো, তোমার আড়ষ্ট জিহ্বা
কৃতকর্মের কোনো আপ্তবাক্য উচ্চারণ করে ওঠে কি না?

দাঁড়াও সাহসে ওই গৃহস্থ আয়নার মুখোমুখি একবার
প্রশ্ন করো নিজেকে নিজেই
অতটা প্রাচুর্য অহমিকা মানুষের কি সত্যি কাজে লাগে?
ওইসব তোষামোদী স্তুতিবাদ যারা করে-
তারা হীনলোক সমাজের।
প্রশ্ন করো নিজেকে একবার
কোন অসম লক্ষ্যে
আকাঙ্খার গেঁয়োচিল ওড়াও কার্নিশে রাত্রিদিন?

পাশা খেলা
শেলী সেনগুপ্তা

হাসি মুখে লোকটি যখন আপেল কাটে
মনে হয় না সে একজন খুনী

কবিতা ভাজতে ভাজতে লোকটির
চওড়া হাত যখন মশা মারে
বোঝা যায় না
কত সহজেই পারে সম্পর্কগুলো পিষে মারতে

গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে লোকটি যখন
মশারীর ধার গুঁজে
বোঝার উপায় নেই
নিষ্ঠুর হাত দু'টি ভেঙেছে কত মানুষের মন,

একদিন
ঈশ্বরের সাথে পাশা খেলার ইচ্ছে জাগলো তার,
বিধাতাকে হারিয়ে
নান্দনিক শিল্পের মর্যাদা দিতে চেয়েছিল পাশা খেলাকে

এসবের কিছুই হলো না
জীবনের মধ্যাহ্নে এসে লোকটি নিজেই
ভাগ্যের হাতে পাশার চাল হয়ে গেল...

জীবনের কোলাজে
ফজিলা ফয়েজ

নিঃস্ব হৃদয়ের গোপন দলিলে কখনো খুঁজিনি
জীবনের চাওয়া পাওয়া।
অশ্রু জলে লেখা কয়েকটি পুরনো কথা
সে তো অচেনা অক্ষর।
খাম্তা শরতের সকাল বোঝে না হাহাকার
পলক রোদে গলে না অভিমান।

আবার পশ্চিমে ঢলে যাওয়া আলোতে দেখি নিজের
প্রতিচ্ছবি শান্ত নিরাশক্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।
ধরা দেয় না হাতে সে তো কেবলই পিছনে হাঁটে।

দিনের শেষে যেভাবে রোদ ঝরে পড়ে জানালার ধারে
তেমনই নিঃশব্দে ঝরে যায় ভাবনা,
কোনো অভিযোগ নেই, নেই কোন অপেক্ষা।

জীবনের কোলাজে যত রঙ মিশিয়েছি
সব মুছে যায় এই সোনাঝরা মুহূর্তে রয়ে যায় শুধু স্মৃতির ছায়া।
সে আমিই- অথচ আমিও নই।

দরজা খুলে, হেঁটে যেতে চায় সে
কোনো বিকেলের দিকে
আর আমি?
আমি শুধু দেখি চুপচাপ নিজেকেই ছেড়ে যেতে।

টাইম স্কয়ারে শারদীয় দূর্গোৎসবে প্রাণের মেলা





শেষ পৃষ্ঠায় পর মাধ্যমে দেবী দূর্গার কাছে শান্তি কামনা করেন।

বুধবার নবমী ও বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমীর মাধ্যমে এ উৎসবের সমাপ্তি হয়। আয়োজকদের দাবি, তিথি অনুযায়ি এবার তারা টাইম স্কয়ারে দুদিন ব্যাপী এ দূর্গাপূজোর আয়োজন করেন।

একই সাথে মন্ডপে প্রতিমার পূজা অর্চনা ও শারদ উৎসবের সাংস্কৃতিক আয়োজনে সনাতন ধর্মলম্বীদের এ প্রাণের উৎসবে একাকার হয়ে গেছেন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। এ আয়োজনে দুই বাংলা জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। এছাড় দেশি- বিদেশী বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠির পরিবেশন করা নৃত্য এবং নৃত্যনাট্য মুগ্ধ করে দর্শনার্থীদের।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, নিউ জার্সী সহ বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত হিন্দু ধর্মালম্বীরা প্রবাস জীবনের ব্যস্ততার ভিড়েও টাইমস স্কয়ারের এ দূর্গো উৎসবে যোগ দেন।

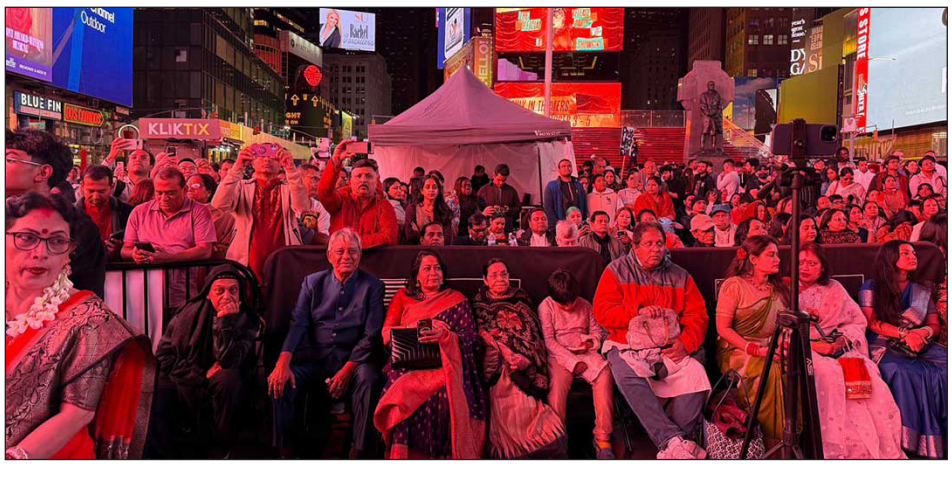
ভক্তবৃন্দরা প্রতিবছরের মতো আগামীতেও বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে ধারাবাহিকভাবে দূর্গোপূজার আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে জানান, শারদীয় দুর্গোৎসব শুধু ধর্মীয় আচার নয়, হয়ে উঠেছে সংস্কৃতির সেতুবন্ধন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ঐতিহ্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এক মহোৎসব।



















বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সম্মাননা অনুষ্ঠান













শেষ পৃষ্ঠায় পর এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু।

সম্মাননা প্রাপ্তরা বাকা-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই স্বীকৃতি তাদেরকে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। সুধীজনেরা এই আয়োজনকে ব্যতিক্রমী ও অনুপ্রেরণাদায়ক উল্লেখ করে মত দেন যে, এভাবে ভালো কাজের স্বীকৃতি সমাজে আরও ভালো মানুষের সৃষ্টি করবে এবং কমিউনিটি বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

আয়োজক সংগঠন সবার উপস্থিতিতে এমন সফল আয়োজন সম্পন্ন করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করে এবং অঙ্গীকার করে যে, সবার সহযোগিতা নিয়ে ইঅঈঅ ভালো কমিউনিটি বিনির্মানে নিরলস কাজ চালিয়ে যাবে।

সম্মাননা প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ: আইন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, সম্মাননা পেয়েছেন নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট বিলাল উদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত ডিটেক্টিভ মাসুদ রহমান, এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা মীর বাশার।

কমিউনিটি নেতৃত্বে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি পেয়েছেন আব্দুল হাসিম হাসনু এবং আহবাব চৌধুরী খোকন।

মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সম্মাননা গ্রহণ করেছেন সিনিয়র সাংবাদিক শামীম আহমেদ, ফটো সাংবাদিক এম বি হোসেন (তুষার), এবং সিদ্দিকুর রহমান সুমন।

এছাড়াও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও রিয়েলটর সেলিনা উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রোকন আহমেদ এবং চৌধুরী মোমিত তানিম-কে সম্মানিত করা হয়।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব জাফর সাদেক শাকিল-কে সম্মাননা জানানো হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রাপ্তদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সিনিয়র সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদ ও ফয়সল আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক এমডি আলাউদ্দিন, স্কুল ও সমাজ সেবা সম্পাদক সালমা সুমি, এবং কার্যকরী পরিষদ সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন ও সোহেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি, প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা এবং ক্রীড়া সম্পাদক শাহ ইকবাল রাজু।



অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- মোহাম্মদ এন মজুমদার, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, হাসান আলী, ফরিদা ইয়াসমিন, সিপিএ জাকির চৌধুরী, রিয়েলটর বিলাল চৌধুরী, তরুণ মর্গেজ ব্রোকার আকিব হোসেন, রাজনীতিবিদ ফয়েজ চৌধুরী ও শেখ জামাল হোসেন।

এছাড়াও কমিউনিটি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মখন মিয়া, এ ইসলাম মামুন, রেজা আব্দুল্লাহ, কবি মাসুম আহমেদ, জালাল চৌধুরী, ফারমিস আক্তার, জুবায়ের আহমেদ, আবুল খায়ের কাজল, আব্দুল মতিন, পল্লব সরকার, এবং আলিমুল ইসলাম বান্টি প্রমুখ।













শিকাগোতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘাত চলাকালে সশস্ত্র নারীকে বর্ডার পেট্রল এজেন্টের গুলি

১৬-এর পৃষ্ঠায় পর

৩০০ ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েনে অনুমোদন দিয়েছেন বলে রয়টার্সকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগেইল জ্যাকসন।

শহরে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতির নিন্দা জানিয়ে শিকাগোর বাসিন্দারা ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচি করে আসছে। শুক্রবার শিকাগোর শহরতলির ব্রডভিউতে আইসিই-র একটি স্থাপনার বাইরে কয়েকশ বিক্ষোভকারীর হাতাহাতিও হয়েছে।

আটক ব্যক্তিদের ওই স্থাপনায় নিয়ে যাওয়া আইসিই যান আটকানোর চেষ্টায় প্রতিবাদকারীরা বেশ কয়েকবারই মাটিতে বসে পড়েন; পরে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আইসিই এজেন্টরা শারীরিকভাবে বলপ্রয়োগ, রাসায়নিক পদার্থ ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে তাদের সরিয়ে দেয়, সেসময় সেখানে অনেকটাই যেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, ওয়াশিংটন ডিসি ও অরেগনের পোর্টল্যান্ডসহ ডেমোক্র্যাটশাসিত রাজ্যগুলোতেও এ ধরনের কড়া পুলিশিং নিয়ে বিক্ষোভকারীরা বেশ কিছুদিন ধরেই সমালোচনা করে আসছিলেন।

শনিবার এক ফেডারেল বিচারক পোর্টল্যান্ডে অরেগন ন্যাশনাল গার্ডের ২০০ সদস্য মোতায়েনে ট্রাম্পের এক নির্দেশ সাময়িক সময়ের জন্য আটকে দিয়েছেন।



ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আইসিই এজেন্টরা শারীরিকভাবে বলপ্রয়োগ, রাসায়নিক পদার্থ ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। *ছবি: রয়টার্স*









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মান্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

মাত্রায় ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিশ্বব্যাপী এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে অনায়াসে সহজে পাঠাতে পারবেন।

দেশে কোন জোলপীয় মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব'ভিসার সুবিধা নিতে পারেন এবং দুবছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমিনাল এসেট্টি প্রোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit **2021** For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বিদেশি শিক্ষার্থীরা মুখ ফেরাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে

২-এর পৃষ্ঠায় পর

যোগাযোগমাধ্যমের খুঁটিনাটি প্রকাশের যে নিয়ম করেছে, সে কারণেও অনেকে দেশটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

গত মে মাসে ট্রাম্পের খড়্গ নেমে এসেছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কোনও বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ এবং জাতিগত হয়রানির মোকাবেলা করতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন।

ট্রাম্পের পদক্ষেপ একটি জেলা আদালত সাময়িকভাবে আটকে দিলেও সরকার রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করে।

হার্ভার্ডের মতো একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপও বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প খুঁজতে বাধ্য করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন কঠোর নীতির কারণে ডিপল-সহ যুক্তরাষ্ট্রের আরও অন্তত ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট কাটছাঁট করেছে।

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মার্চে ২ হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির গবেষণা কাজে বরাদ্দ তহবিল থেকে ট্রাম্প প্রশাসন ৮০ কোটি ডলার অনুদান বন্ধ করার পর এই কর্মী ছাঁটাই হয়।

নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪২৫টি পদ বাতিল করে দেওয়া হয়। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় বসিয়ে দেওয়া হয় ৬৩০ জন কর্মচারীকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া অর্থ কমে যাওয়া, বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমা ও অন্যান্য আর্থিক অনটনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিছু শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কথা উল্লেখ করেছে।



শিকাগোর ডিপল বিশ্ববিদ্যালয়। *ছবি: রয়টার্স*

ভারতের এক ছাত্রী জানান, তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ভিসার জটিলতা হতে পারে ভেবে সেখানে পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। এখন অন্যখানে পড়তে যাবেন বলে ভাবছেন।

চীনের এক শিক্ষার্থী ২০২৪ সালে নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেছিলেন। পরে তাকে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এমনকি, অধ্যাপকরাও ছাত্রছাত্রীদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও বিকল্প থাকলে সেটি ভেবে দেখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি নিয়েছেন। তার কথায়, যুক্তরাষ্ট্রের চাকরি কিংবা শিক্ষায় মার্কিনিদেরই প্রাধান্য দিতে হবে। বাইরে থেকে এসে যুক্তরাষ্ট্রে যারা সুযোগসুবিধা নিচ্ছে, তাদের জন্য মার্কিন নাগরিকদেরকে চাকরি বা শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কিন্তু ট্রাম্পের এই নীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক লড়াই তীব্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে, কারণ তাদের দাবি 'ওবামাকেয়ার' ভর্তুকি বাড়ানো জনগণের কাছে বেশ জনপ্রিয় প্রস্তাব।

এই পরিস্থিতিতে রিপাবলিকান নেতারা ফিরে গেছেন এক পুরোনো কৌশলে অভিবাসীদের নিয়ে বিভ্রান্তিকর দাবি তুলে ধরার মাধ্যমে বিতর্ককে নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা। তারা বারবার বলছেন, ডেমোক্র্যাটরা নাকি অবৈধ অভিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাইছেন।

সিএনএন এর ফ্যাক্ট-চেক অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলোতে অবৈধ অভিবাসীরা কোনোভাবেই ওবামাকেয়ার বা মেডিকেড সুবিধা পাবেন না, কারণ আইন অনুযায়ী তারা এর আওতাভুক্ত নন।

সিএনএন এর প্রতিবেদনে বলা হয়, পুরো বিষয়টি জটিল। আইন অনুযায়ী জরুরি চিকিৎসা খাতে কিছু ফেডারেল অর্থ ব্যয় হয় অবৈধ অভিবাসীদের চিকিৎসায়। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের সময় থেকে প্রচলিত এই আইন অনুসারে, যেকোনো হাসপাতালকে জরুরি রোগীকে চিকিৎসা দিতে হয় নাগরিকত্ব বা কাগজপত্র যাচাই ছাড়াই। রিপাবলিকান সিনেটর জেডি ভ্যান্স ও স্পিকার মাইক জনসন দাবি করছেন, এভাবেই সরকারি অর্থে অভিবাসীরা চিকিৎসা পাচ্ছেন। যদিও নতুন তথ্য বলছে, এর পরিমাণ নগণ্য২০২৩ অর্থবছরে জরুরি মেডিকেডের মোট ব্যয়ের মাত্র ০.৪ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, রিপাবলিকানরা কি চান হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ অভিবাসীদের চিকিৎসা না দিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রাখা হোক? তবে হোয়াইট হাউসও এই বিষয়ে সরাসরি জবাব দিতে এড়িয়ে যাচ্ছে।

রিপাবলিকানরা আরও অভিযোগ করছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার মতো কিছু অঙ্গরাজ্য নাকি ফেডারেল অর্থ ঘুরিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবিত বাজেট বিল থেকেও এ সংক্রান্ত শাস্তিমূলক ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের ২০২০ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরছেন তখন অনেক শীর্ষ প্রার্থী অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যসেবার পক্ষে হাত তুলেছিলেন। তবে বর্তমান বিতর্কে বিষয়টি নেই। ডেমোক্র্যাটরা এখন মূলত দেশজ নাগরিকদের জন্য ওবামাকেয়ারের ভর্তুকি বাড়ানোর দাবিতেই অনড়। এমনকি অ্যারিজোনার সিনেটর রুবেন গালেগো প্রকাশ্যে বলেছেন, তার দল আইন করে নিশ্চিত করতে রাজি যে অবৈধভাবে দেশে থাকা কেউ কোনো ভর্তুকি বা সুবিধা পাবে না।

অন্যদিকে জরিপ বলছে, রিপাবলিকানদের অবস্থান জনগণের কাছে খুব একটা সাড়া ফেলছে না। নতুন কেএফএফ জরিপে দেখা গেছে, ৭৮ শতাংশ আমেরিকান ও এমনকি ৫৭ শতাংশ ট্রাম্পপন্থী রিপাবলিকানও ওবামাকেয়ার ভর্তুকি বাড়ানোর পক্ষে। ওয়াশিংটন পোস্টের জরিপে আরও জানা গেছে, অচলাবস্থার জন্য ৪৭ শতাংশ নাগরিক ট্রাম্প ও রিপাবলিকানদের দায়ী করছেন, আর ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করেছেন মাত্র ৩০ শতাংশ।

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

কারনেই এই সময়টা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন সহ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে কড়াকড়ি ব্যবস্থা থাকে। সেই জাতিসংঘে যাওয়ার সময় শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমার সঙ্গী রাজনীতিক জনাব সামসুল ইসলাম মজনুর পরামর্শে কয়েক ব্লকের জন্য ট্যাক্সি নিয়ে হয়। ১০/১২ ব্লকের রাস্তা যেতে পথিমধ্যে 'রেড লাইট' ট্যাক্সি থামতেই দায়িত্ব পালনরত একজন ট্রাফিক পুলিশ বলে উঠলেন- 'ওহ বাংলাদেশী। হাসিনা-খালেদা বহুত প্রোবলেম'। একথা বলেই হেসে উঠলেন। আমরাও বুঝতে পারলাম নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ জানে হাসিনা-খালেদা জাতিসংঘে আসলে বাংলাদেশীদের ভীড় জমে বিশ্বসংস্থার ভবন ও এর আশেপাশে। ভবনের সামনে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ হয়, ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনাও। এরমধ্যেই রেড লাইড গ্রীণ লাইট জ্বলে উঠলো, ট্রাফিক পেরিয়ে ধীরে ধীরে জাতিসংঘ ভবনের দিকে এগুতে থাকলো আমাদের ট্যাক্সি ।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর

১২-এর পৃষ্ঠায় পর

বলা হয়,সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ৯ সদস্যের একটি যৌথ অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে।

"অনুসন্ধানকালে গোপন সূত্রে জানা যায়, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, স্ত্রী রুকমীলা জামান, ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পদমূহ অন্যত্র স্থানান্তর/হস্তান্তর করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এসব স্থাবর সম্পদমূহ অন্যত্র হস্তান্তর/স্থানান্তর হয়ে গেলে রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণে, এসব স্থাবর সম্পদমূহ অবিলম্বে জব্দ করা আবশ্যক।"

চট্টগ্রামের প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর ছেলে সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ চট্টগ্রাম-১৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথম মেয়াদে ভূমি প্রতিমন্ত্রী এবং পরের মেয়াদে একই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

২০২৪ সালের অগাস্টে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর জাবেদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামে দুদক।

ওয়াশিংটন ডিসিতে

শেষ পৃষ্ঠায় পর

করতে পারবেন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ওয়েবসাইটে প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ কমিউনিটির অনেকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডার মায়ামি ও ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলসের বাংলাদেশ কনস্যুলেটেও এনআইডি কার্ড নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এতে প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অথিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নিউইয়র্কের ১৮৭ মিলিয়ন ডলার তহবিল ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত

শেষ পৃষ্ঠায় পর

সিটি ও রাজ্যের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ও সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের জন্য করা কাটছাঁট আমি বাতিল করেছি। এটা করতে পারা আমার জন্য গর্বের।"

সপ্তাহের শুরুতে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারী ক্রিস্টি নোয়েমকে চিঠি লিখে এ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি জানান, বরাদ্দ কমানো মানে রাজ্যের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বাজেটের প্রায় ৮৬ শতাংশ কেটে নেওয়া, যা এনওয়াইপিডি, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী, রাজ্য পুলিশসহ সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ সতর্ক করেছিলেন, এ কাটছাঁট নিউইয়র্কের সন্ত্রাসবিরোধী বাজেট ৯০ মিলিয়ন ডলার থেকে নেমে প্রায় ১০ মিলিয়নে ঠেকাবে যা হবে "বিধ্বংসী আঘাত।" তার ভাষায়, "বিশ্বের মধ্যে সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য নিউইয়র্ক।"

এদিকে ট্রাম্পের এ ঘোষণার পর শুক্রবার গভর্ণর হোকুল বলেন, "এ কাটছাঁটের খবর আসার পর থেকেই আমি স্পষ্ট করেছি, নিউইয়র্ক চুপ করে বসে থাকবে না। আমি খুশি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের আহ্বান শুনেছেন এবং পথ পরিবর্তন করেছেন, যা আমাদের রাজ্যকে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ দেবে।"

নিউইয়র্ক সিটির রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য নিকোল মালিওটাকিসও ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলেন। তিনি কাটছাঁটকে আখ্যা দেন "ভয়ংকর ধারণা" হিসেবে।

হাডসন ভ্যালির কংগ্রেসম্যান রিপাবলিকান মাইক ললারও বলেন, "এটি ছিল অগ্রহণযোগ্য এবং নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তার সরাসরি হুমকি। রাজনীতি মানুষের জীবনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে না।"

এদিকে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (ফিমা), যারা এ তহবিল বণ্টন করে, ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে সোমবার ফিমার এক ইমেলে বলা হয়েছিল, অনুদানপ্রাপ্তরা আর ফেডারেল অর্থ ব্যবহার করতে পারবে না বিলাসবহুল হোটেলে অবৈধ অভিবাসীদের রাখার জন্য, জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পে বা বিতর্কিত সংগঠনগুলোকে অর্থায়নে।

এ তহবিল নিয়ে বিশৃঙ্খলা কেবল নিউইয়র্কেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ বছর বরাদ্দ ঘোষণা এসেছে দুই মাস দেরিতে, আর বরাদ্দ চূড়ান্ত হয়েছে অর্থবছর শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক দিন আগে। ফলে অনেক অঙ্গরাজ্যের প্রত্যাশিত অনুদান ব্যাপকভাবে কমে যায়। নিউইয়র্কের বরাদ্দ ৭৯ শতাংশ এবং ইলিনয়সের ৬৯ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়, অথচ কিছু ভূখণ্ড দ্বিগুণ বরাদ্দ পেয়েছে।

নতুন নিয়মে আরও জটিলতা তৈরি হয়েছে এখন অনুদানপ্রাপ্তদের তিন বছরের বদলে এক বছরের মধ্যে টাকা খরচ করতে হবে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে জনসংখ্যার হিসাব থেকে অভিবাসন আইনে অপসারিত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার শর্ত জুড়েছে।

এর আগে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে সোমবার নিউইয়র্কসহ ১১টি অঙ্গরাজ্য ও ডিসি ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করে। পরদিন রোড আইল্যান্ডের এক ফেডারেল বিচারক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসনকে পূর্ণ বরাদ্দ দিতে বাধ্য করেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের ১০০ ডলার ফি

শেষ পৃষ্ঠায় পর

এ ফি দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জুলাই মাসে পাস হওয়া নতুন বাজেট আইন ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট এর আওতায় আশ্রয় আবেদনকারীদের জন্য প্রথমবারের মতো নতুন ফি চালু করা হয়েছে।

এদিকে এই ফি আদায়ের সঠিক সময় ও পদ্ধতি নিয়ে তৈরি হয়েছে ব্যাপক অনিশ্চয়তা। এমনটি দাবি অভিবাসীদের অধিকার সংগঠনগুলোর

লিগ্যাল এইড সোসাইটির ইমিগ্রেশন ল' ইউনিটের প্রধান অ্যাটর্নি ডেবোরা লি বলেন, "এই অস্পষ্টতা শুধু আশ্রয়প্রার্থীদের নয়, আইনজীবীদেরও ভীষণ বিভ্রান্ত করছে।" তিনি জানান, অনলাইনে যে পোর্টাল খোলা হয়েছে, তা এখনো কেবল নতুন আবেদনকারীদের ফি প্রদানের সুযোগ রাখছে, কিন্তু পুরোনো মামলার বার্ষিক ফি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

আমেরিকান ইমিগ্রেশন ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনও বলছে, অনেক বিচারক সেপ্টেম্বরের শেষ তারিখকেই ফি প্রদানের সময়সীমা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যদিও কার্যত ফি দেওয়ার সুযোগ মাত্র গত সপ্তাহ থেকে চালু হয়েছে। "প্রায় তিন মাস ধরে এই ফি দেওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। ফলে বিচারকভেদে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা এসেছে," এক বিবৃতিতে জানায় সংস্থাটি।

আশ্রয় মামলার বার্ষিক ফি

এখন থেকে আশ্রয়ের আবেদন (ঋড়ৎস ও-৫৮৯) চালু রাখতে প্রতি বছর ১০০ ডলার দিতে হবে।

নতুন আশ্রয় আবেদন

আগে আশ্রয়ের জন্য নতুন আবেদন করতে কোনো খরচ ছিল না। কিন্তু ২২ জুলাই ২০২৫ থেকে নতুন আবেদন জমা দিতে হবে ১০০ ডলার ফি। এই ফি ইউএসসিআইএস কিংবা ইমিগ্রেশন কোর্টে আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রসিদ ছাড়া আবেদন জমা দিলে তা বাতিল হতে পারে।

ওয়ার্ক পারমিট

আশ্রয়প্রার্থীদের কাজের পারমিটেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রথমবার কাজের পারমিটের জন্য এখন থেকে ৫৫০ ডলার দিতে হবে, যেখানে আগে কোনো ফি ছিল না। নবায়নের ক্ষেত্রেও খরচ বেড়েছে। অনলাইনে নবায়ন করতে মোট ৭৪৫ ডলার, আর ডাকযোগে নবায়ন করলে ৭৯৫ ডলার খরচ হবে।

তবে একটি ইতিবাচক দিক হলো, কাজের পারমিটের মেয়াদ আগের মতোই ৫ বছর থাকবে। আগে ছয় মাসে সীমিত করার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

টিপিএস ও প্যারোল ভিত্তিক পারমিট

টেম্পোরারি প্রটেক্টেড স্ট্যাটাস এবং প্যারোল ভিত্তিক কাজের পারমিটেও ফি বেড়েছে। প্রথম নিবন্ধন ফি এখন ৫৩০ ডলার, আর কাজের পারমিটের ফি এক হাজার ডলারের বেশি। এসব পারমিট এখন থেকে সাধারণত এক বছরের জন্য বৈধ থাকবে।

মেশিন না পাল্টালে যা হয়- !

শেষ পৃষ্ঠায় পর

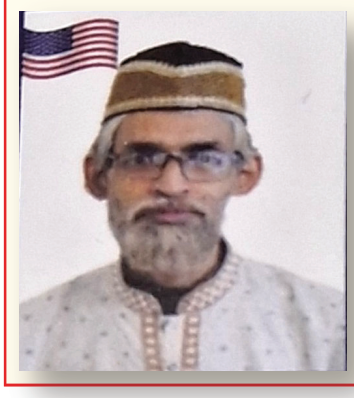
ডিকটেট করা হতো কোথায় কবর হবে জানাযা কেমন হতে হবে। স্বৈরাচার বিদায়ের পর এই নোবেল সরকারেরও দেখছি একই তরীকা! মঝেমাঝে ধান্ধায় পড়ে যাই এতদবিষয়ক আইডিয়াগুলো রিপ্রডিউস করছে কারা, আগের সরকারের তারাই কি এখনও ওইসব পোস্টগুলোয় রয়ে গেছে! নাকি বর্তমানের এনারা উনাদের কাছ থেকে তালিম নিয়ে এসেছেন!

নইলে এমন হবে কেন! আগেও দেখা যেতো প্রতিপক্ষের কোন নেতা মারা গেলে বিশেষ করে সে যদি জনপ্রিয় কেউ হতো, জানাযা দাফন কবর দেওয়া বিষয়ে সরকারের খবরদারি শুরু হয়ে যেতো। কখনও কখনও সরকার লাশই কব্জায় নিয়ে নিতো। স্বজনদেরকে বাধ্য করতো তাদের ইচ্ছামত জানাযা পড়াতে নির্দেশিত স্থানে কবর দিতে। মুক্তিযোদ্ধা হলেও কোন গার্ড অব অনার দেওয়া হতো না। বেগম জিয়ার আমল পর্যন্ত একটা চল ছিল (এরশাদ আমলে প্রবর্তিত) কোন সাবেক বা বর্তমান সংসদ সদস্য মারা গেলে অন্তত: একটা জানাযা সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় হতো, এমনকি সে যদি বিরোধী দলেরও কেউ হতো। শেখ হাসিনা এই চল বন্ধ করে দেয়। এখন আর কোন সাবেক সংসদ সদস্য মারা গেলে সংসদ ভবনের পাশে তার জানাযা হয় না।

আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুন কারাবন্দী অবস্থায়ই মারা গেলেন। তার পরিবারের ওপরও নাকি হুমকি এসেছে লাশ এলাকায় নিয়ে যাওয়া যাবে না, ঘরের মধ্যে জানাযা পড়তে হবে। '৬৯-এর গনঅভ্যুত্থানের নায়ক তোফায়েল আহমদ ক্লিনিকালি ডেড। লাইফ সাপোর্টটা খুলে শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষনা বাকি। এখানেও নাকি কারা বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। কবর নাকি এলাকায় নিয়ে গিয়ে দেওয়া যাবে না, বনানী কবরস্থানেই দিতে হবে। জানাযায়ও নাকি এক শ'র বেশী লোক থাকতে পারবে না! আরও কি সব শর্ত! এখন এই শর্ত নিয়ে পরিজন দ্বিধায় পড়ে গেছে। তারাও সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না তোফায়েল সাহেবও চিরমুক্তি পাচ্ছেন না! হুমায়ুন একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও কোন গার্ড অব অনার পায় নাই, তোফায়েল সাহেবের ভাগ্যে কি আছে দেখা যাক!

একেবারে ইজ্জত যাওয়ার কারবার। এত আশা করে স্বৈরাচার হঠালাম, একেবারে বিশ্ববরেন্য এক লরিয়েটকে বসালাম, তার শাষনেও যদি পুরনো স্বৈরাচারি রীতিই বহাল থাকে তাহলে আর দোষ দেবো কাকে! চেয়েছিলাম মেশিনটা পাল্টাতে। এখন লোক পাল্টেছে কিন্তু মেশিনটা রয়ে যাওয়ায় এর মধ্যে যাকেই ঢোকানো হচ্ছে স্বৈরাচারের নতুন রূপধারন করে বের হয়ে আসছে! মানুষ এখন কপাল ঠুকবে কোথায়!

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব। ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

বাসা ভাড়াঃ
এলমহার্স্ট হাসপাতালের কাছে ছোট ফ্যামিলি বা দুইজন কর্মজীবী মহিলার কাছে বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৪৪৬-২৭৫০, ৩৪৭-৬৭১-৫০৯৪.

বাসা ভাড়াঃ
Basement for rent (1 to 2 people max), con-sists of 1 bedroom and 1 living room with newly ren-ovated kitchen, located near Sayres Avenue 111-36 177th Street Jamaica, NY 11433. Please call 917-326-1370.

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই
৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE
Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement
Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT
New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500
Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক
আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent
3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent
1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

বিশ্বজুড়ে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি জেন-জিদের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে

শেষ পৃষ্ঠায় পর

নিচ্ছেন মূলত ছাত্র ও বেকার তরুণরা। তাদের দাবি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে হবে।

তাদের অভিযোগ, সরকার ২০৩০ বিশ্বকাপের অবকাঠামোতে বিলিয়ন ডলার ব্যয় করলেও হাসপাতালগুলোতে যথাযথ সেবা নেই, গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্য সুবিধা সীমিত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ধুঁকছে। বর্তমানে দেশটির যুব বেকারত্ব ৩৬ শতাংশ, প্রতি পাঁচজন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকের মধ্যে একজনেরও চাকরি নেই।

বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে আগাদির শহরে কয়েকজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যুর ঘটনায়, যাদের অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসা জটিলতায় মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী আজিজ আখান্নোচ জানান, সরকার আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। তবে 'জেন-জি ২১২' আন্দোলনকারীরা সরকারের পদত্যাগ দাবি করে যাচ্ছে।



আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কারেও চলছে জেন-জি তরুণদের বিক্ষোভ। দেশজুড়ে পানি সংকট ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে শুরু হওয়া এই আন্দোলন এখন সরকার পতনের দাবিতে পরিণত হয়েছে। আন্দোলনকারীরা প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনার পদত্যাগ দাবি করেছেন। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় কমপক্ষে ২২ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন। সরকার অবশ্য এই সংখ্যাকে বিতর্কিত বলছে।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতেও তরুণদের আন্দোলন জোরদার হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভের সূত্রপাত পেনশন আইনের সংস্কার নিয়ে, যা পরে দুর্নীতি ও অপরাধবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।

জেন-জি তরুণদের অন্যতম আলোচিত আন্দোলন ঘটেছে নেপালে। ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভের কয়েক দিন পরই নেপালে শুরু হয় এ আন্দোলন। গত সেপ্টেম্বর সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সরকার পতনের দিকে গড়ায়। অন্তত ২২ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন, রাজধানী কাঠমান্ডুর সরকারি ভবন আগুনে পুড়ে যায় এবং প্রধানমন্ত্রীকে সরে দাঁড়াতে হয়। এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও তরুণরা জেগে উঠছে।

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের অধ্যাপক বার্ট কামার্টস বলেন, এই প্রজন্ম মনে করছে, তাদের স্বার্থ কেউ প্রতিনিধিত্ব করছে না। তারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখে, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা তাদের আশা পূরণ করছে না।

ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমই এই প্রজন্মের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। বাস্তবেই পরিবর্তনের হাল ধরেছে এবং সেই পরিবর্তনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক পর্দা থেকে সরাসরি রাস্তায়। খবর ব্লুমবার্গ ও সিএনএনের।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

CALL 917 930 1170

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

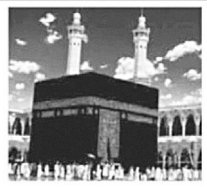
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الاتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

শুভ বিজয়া

Shuvo Bijoya
to our beloved community

As we celebrate the spirit of Durga Puja and the victory of good over evil, we extend our heartfelt Bijoya greetings to you and your family. May this season bring you renewed hope, harmony, and prosperity.

Our group of wellness, lifestyle, and personal care businesses are proud to stand alongside and celebrate this auspicious occasion with our vibrant community.

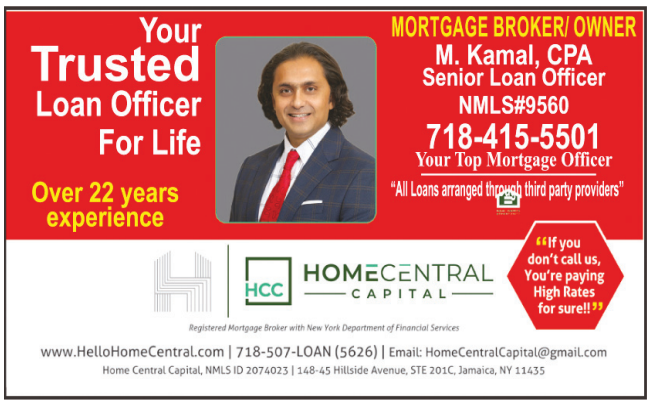
We are grateful for your continued love and support. Wishing you a festive season filled with peace, purpose, and joy!



SURJO TALUKDER
President
Talukder Holdings Inc.

Talsen Chemicals
132-02 89th Avenue
Richmond Hill, NY 11418
WWW.TALSENCHEM.COM

Ascend
WELLNESS & MEDICAL SPA
82-62 Austin Street
Kew Gardens, NY 11415
WWW.ASCENDSPA.COM



The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ০২ : সোমবার, অক্টোবর ০৬, ২০২৫
আশ্বিন ২১, ১৪৩২ রবিউস সানি ১৩, ১৪৪৭
Vol. 30 : Issue 02 : October 06, 2925 USA
Free in NY, Other State $1

নিউইয়র্কের ১৮৭ মিলিয়ন ডলার তহবিল ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের

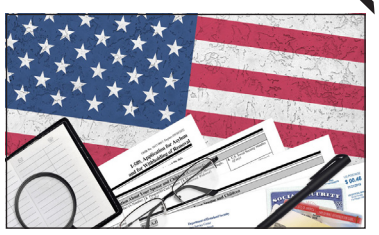
বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম ১৮৭ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ট্রাম্প প্রশাসন। স্টেটের ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দুই দলের কঠোর আপত্তি আর সমালোচনার মুখে তহবিল কাটছাঁটের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

৫ প্রসিডেন্ট ট্রাম্প শুক্রবার ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেন, "নিউ ই য় র্ক ২৬-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

আশ্রয়প্রার্থীদের ১০০ ডলার ফি বাধ্যতামূলক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী সকল অভিবাসীদের এখন থেকে প্রতিবছর ১০০ ডলার ফি দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিগ বিউটিফুল বাজেটে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ওপর একাধিক কর আরোপ করেন। এরই আওতায় ১ অক্টোবর থেকে অভিবাসন আদালত ও ইউএসসিআইএস এ আবেদন পেন্ডিং থাকা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের এবং নতুন আবেদনকারীদের এ ফি প্রদান কার্যকর করা হয়েছে।

আশ্রয় প্রার্থীরা নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এ ফি প্রদান করতে হবে। এছাড়াও আশ্রয়প্রার্থীদের ওয়ার্ক পারমিট ফিও



দিতে হবে। এতে করে এতদিন অভিবাসন প্রত্যাশীরা এসব বিনামূল্যে পেতেন, এখন থেকে ফি প্রদানে তাদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরী হয়েছে।

ইমিগ্রেশন আইনজীবিরা বলছেন, নোটিশ পাওয়ার পর যাদের ইউএস সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসে যাদের মামলা পেন্ডিং আছে তারা ইউএসসিআইএস এর ওয়েবসাইটে এবং যাদের কোর্টে মামলা চলমান আছে তারা 'ইআইওআর' এর ওয়েবসাইটে গিয়ে ফি প্রদান করতে পারবেন। আর এ ফি প্রদান করা উচিত। কারণ ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতিতে যেকোন সমস্যা ও ঝুঁকি এড়াতে এ সচেতন হওয়া দরকার।

যারা আবেদন করার ১ বছর পার হয়েছে এবং মামলা চলমান কিংবা পেন্ডিং আছে তাদেরকে প্রতি বছর এ ফি দিতে হবে। নতুন আবেদনকারীদেরও ২৬-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*



টাইম স্কয়ারে শারদীয় দূর্গোৎসবে প্রাণের মেলা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ঐতিহাসিক টাইম স্কয়ারে রঙিন আলোতে দু'দিনব্যাপি শারদীয় দূর্গো উৎসবে প্রাণের মেলায় মিলিত হয়েছিলেন বাঙালি সনাতন ধর্মালম্বী ভক্তবৃন্দরা। টাইমস স্কয়ার দুর্গা উৎসব অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে এ পূজাতে বিশ্ব শান্তি কামনায় দেবী দূর্গার আরাধনার পাশাপাশি নাচ গান ও আনন্দে মাতোয়ার হয়ে ওঠেন ভক্তবৃন্দরা।

শারদীয় দুর্গোৎসবকে ঘিরে ঢাকের তালে, উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কয়ার। সনাতন ধর্মলম্বী ভক্তরা আরতি, পূজা অর্চনার ১৬-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সাইদ তারেকের কলাম

মেশিন না পাল্টালে যা হয়-!



বুঝতে পারছি না এই ব্যাপারটায় দুই সরকারের হ্যান্ডলিং মেথোড একই রকম কেন! স্বৈরাচারী আমলেও দেখতাম প্রতিপক্ষ দলের কোন বড় নেতা মারা গেলে সরকারের পক্ষ থেকে ২৬-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বিশ্বজুড়ে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি জেন-জিদের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে জেন-জি বা 'জেনারেশন জুমার্স' আন্দোলন। সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা– সব মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি জেন-জিদের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। ক্ষুব্ধ তরুণরা নিজেদের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে সরাসরি আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। এর ঢেউ লেগেছে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত।

জন্ম থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসা প্রথম প্রজন্ম এই তরুণরাই। উন্নত দেশ হোক বা উন্নয়নশীল সমাজ– জেন-জিরা নানা উপায়ে নাড়িয়ে দিচ্ছে প্রচলিত শাসন, সংস্কৃতি ও চিন্তার কাঠামো।

মরক্কোর বিভিন্ন শহরে টানা কয়েক রাত ধরে তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ চলছে। 'জেন-জি ২১২' নামে সংগঠিত এই আন্দোলনে অংশ ২৮-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ওয়াশিংটন ডিসিতে এনআইডি নিবন্ধন কার্যক্রম উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি: ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের এনআইডি কার্ড ও ভোটার নিবন্ধন আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে রোববার (৫ অক্টোবর) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব সচিবালয় আখতার আহমেদ। আরও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত তারেক মো: আরিফুল ইসলাম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল এটিএম আবদুর রউফ মন্ডল। অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ প্রবাসীদের সহজ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এনআইডি কার্ড প্রদান করা হবে বলে জানান। যার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মত প্রবাসীরা ভোট প্রদান ২৩-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সম্মাননা অনুষ্ঠান

শাহ্ বদরুজ্জামান রুহেল: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের অন্যতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)-এর উদ্যোগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টের হলরুমে এক ব্যতিক্রমী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মাননা জানাতেই এই বিশেষ আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় ১৭-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: জাতিসংঘের এবারের ৮০তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিধিত্ব করলেন অন্তর্বরতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ড. ইউনূস জাতিসংঘে ভাষণ প্রদান সহ বিভিন্ন ইভেন্ট নিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ড. ইউনূস দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন। জাতিসংঘের অধিবেশন ঘিরে সঙ্গত ২৩-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

দিনেশ মজুমদারকে আটক করলো নিউইয়র্ক পুলিশ

বিশেষ প্রতিনিধি: অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দিনেশ মজুমদারকে নিউইয়র্ক পুলিশ আটক করেছে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত ১টা ৫৫ মিনিটে ১০-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com